Contents

১৬শ বর্ষ/পঞ্চম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৭৭ বাং

# তর্জুমানুল-হাদীছ

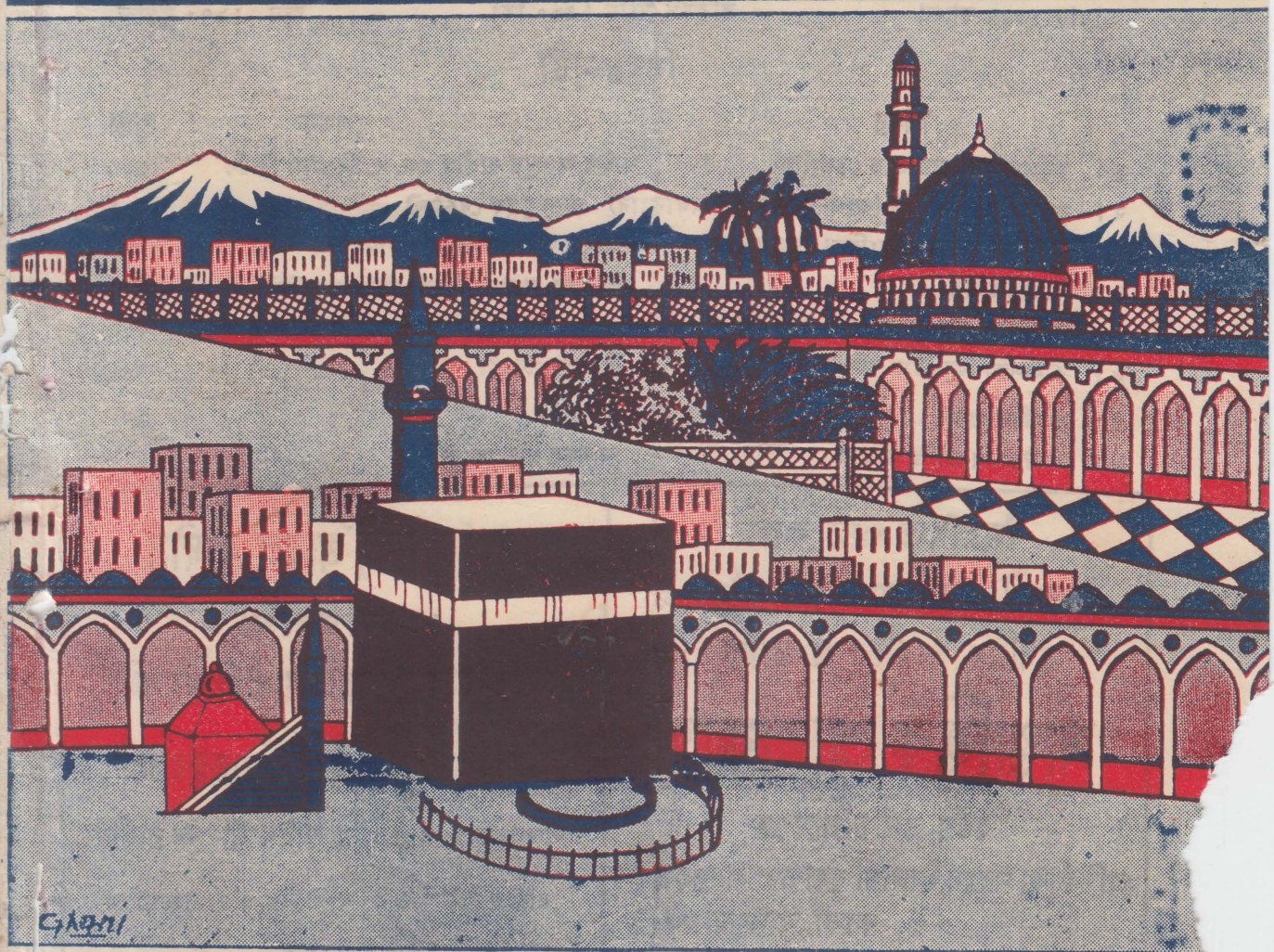

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম. এ. বি. এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents


# তর্জুমানুল-হাদীস

যোড়শ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৭৭ বাংলা রবিউস সানি ১৩৯০ হিঃ জুন ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,


## বিষয়-সূচী


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর) | শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি, | ১৮৫ |
| ২। | মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ) | আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী | ১৯১ |
| ৩। | মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে রসূল প্রসঙ্গ | আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন | ২০২ |
| ৪। | সাহাবাচরিত | এ, আর, মুহাম্মদ আলী হায়দার মুর্শিদী | ২০৫ |
| ৫। | হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) রসূলরূপে | ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ২১৬ |
| ৬। | স্বাধীনতা বিমুখতায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা | বিশ্বেশ্বর চৌধুরী | ২২২ |
| ৭। | সাময়িক প্রসঙ্গ | সম্পাদক | ২২৮ |
| ৮। | জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার | আবদুল হক হক্কানী | /০ |



নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

**সাপ্তাহিক আরাফাত**

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০ ষান্মাষিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২



www.ahlehadeethbd.org

Contents


# তর্জুমানুল-হাদীস

( মাসিক )

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

| | | |
|---|---|---|
| ষোড়শ' বর্ষ | আষাঢ় ১৩৭৭ বংগাব্দ ; রবিউস সানি ১৩৯০ হিঃ<br>জুন, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ; | পঞ্চম সংখ্যা |

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

## سورة الحاقة —সূরাহ আল্‌-হাক্কাহ্

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

٣٨ - فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ

৩৮। অতএব আমি কসম করিতেছি উহার যাহা তোমরা দেখ

٣٩ - وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ

৩৯। এবং উহার যাহা তোমরা দেখ না,

www.ahlehadeethbd.org

٤٠- إنـه لقول رسول كريم ٠

৪০। (এবং বলিতেছি,) নিশ্চয় উহা এক জন সম্মানিত সংবাদ বাহকের কথা।

৩৮-৩৯। لا أقسم আমি কসম করিতেছি না। এইরূপ 'উক্‌সিমু' শব্দের পূর্বে 'লা' শব্দটি কুরআান মাজীদে এই স্থান ছাড়া আরও সাত স্থানে পাওয়া যায়। সেইগুলি হইতেছে সূরাহ আল্ ওাকি'আহ: ৭৫, আল্ মা'আরিজ ৪০, আল্-কিয়ামাহ: ১ ও ২; আত্-তাক্‌ভীর: ১৫, আল্ ইন্‌শিকাক: ১৫, ও আল্ বালাদ: ১। এই সব কয়টি আয়াতেই এই 'لا' সম্পর্কে তাফসীরকারদের তিনটি মত পাওয়া যায়। (প্রথম মত) এই 'لا' শব্দটি যা'ইদ (زائد) বা অতিরিক্ত একটি শব্দ। ইহা কথার ঠেস বা অবলম্বন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই ইহার কোনই অর্থ করা হইবে না। এই মত অনুসারে ইহার অর্থ করা হইবে, 'আমি কসম করিতেছি'। (দ্বিতীয় মত) এই 'লা' শব্দটি যা'ইদ বা অতিরিক্ত শব্দ নহে। ইহা এখানে তাহার নিজ 'না' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে ইহা 'উক্‌সিমু' এর সহিত যুক্ত নয়; বরং ইহা উক্‌সিমু হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র একটি শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বে বর্ণিত কোন বিষয়ের অথবা উহ্য কোন বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই 'লা' আনা হইয়াছে। এই মত অনুসারে ইহার অর্থ করা হইবে, 'নাঃ' (তোমারা যাহা মনে কর তাহা ঠিক নয়); আমি কসম করিয়া বলিতেছি (ব্যাপারটি এই)। (তৃতীয় মত) এখানে 'লা' তাহার নিজ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহা 'উক্‌সিমু' এর সহিত যুক্তও বটে। এই মত অনুসারে অর্থ করা হইবে, 'আমি কসম করিতেছি না', কেননা ইহা সুস্পষ্ট ও বাস্তব ব্যাপার বলিয়া ইহার সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কোন কসমের প্রয়োজনই নাই।

ماتبصرون وما لا تبصرون : তোমরা যাহা দেখ এবং তোমরা যাহা দেখ না। ইহার তাৎপর্য হইতেছে যাবতীয় পরিদৃশ্যমাণ ও যাবতীয় অদৃশ্য বস্তু ও ব্যাপার সমূহ। কাজেই স্রষ্টা ও সৃষ্ট, দুন্‌য়া ও আখিরাত, শরীর ও আত্মা, মানুষ ও জিন্ন, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞাত ও অনুভূত নি'মাত সমূহ এবং অন্তর দ্বারা উপলব্ধ নি'মাত-সমূহ প্রভৃতি সব কিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৪০। رسول كريم : সম্মানিত রাসূল বা সংবাদ বাহক। এই 'সম্মানিত' বলিয়া 'আল্লাহের নিকট সম্মানিত' বুঝানো হইয়াছে। 'রাসূল' বা সংবাদবাহক বলিয়া 'অহ্‌ঈ বাহক দূত' এবং 'অহ্‌ঈ প্রচারক মানুষ' উভয়ই বুঝানো যাইতে পারে।

এই আয়াত এবং সূরাহ ৮১ আত্-তাক্‌ভীরের ১৯নং আয়াত হুবহু এক। আয়াত দুইটিতে 'রাসূল কারীম' এর তাৎপর্য পরবর্তী আয়াত দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে পরবর্তী আয়াতগুলিতে ঐ রাসূলের 'কবি না হওয়ার' কথা উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া এখানে 'রাসূল কারীম' এর তাৎপর্য হইবে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। পক্ষান্তরে, সূরাহ আত্-তাক্‌ভীরের ঐ আয়াতটির পরের আয়াতগুলিতে ঐ 'রাসূল কারীম' এর সিফাত বা গুণ হিসাবে 'শক্তিবান', 'আরশের মালিকের সান্নিধ্যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত' প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় সেখানে 'রাসূল কারীম' এর তাৎপর্য হইবে জিব্‌রীল আলাইহিস সলাতু অস্-সালাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



٤١ - وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون .

٤٢ - ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون

৪১। এবং উহা কোন কবির কথা নয়। বস্তুতঃ তোমরা খুব কমই ঈমান রাখ।

৪২। এবং উহা কোন গণকেরও কথা নয়। বস্তুতঃ তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

৪১-৪২ : قليلا ما تذكرون قليلا ما تؤمنون :

এখানে 'কালীলান্' বা 'কম' এই অর্থে জোর দিবার জন্য উহার পরে 'মা' শব্দটি অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। অর্থ হইবে 'তোমরা খুব কমই ঈমান রাখ', 'তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।' তারপর 'কালীলাম্ মা' (খুব কমই) এর দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (প্রথম তাৎপর্য) 'খুব কমই' বলিয়া ঐ কাজটি 'মোটেই না করা' বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ 'তোমরা মোটেই ঈমান রাখ না', 'তোমরা মোটেই উপদেশ গ্রহণ কর না'। আরবদের কথাবার্তায় 'কোন কিছু মোটেই না করা' বুঝাইতে 'কালীলাম্-মা' এর বহুল প্রচলন পাওয়া যায়। (দ্বিতীয় তাৎপর্য) 'তোমরা কুরআন শুনিতে থাকাকালে ক্ষণেকের জন্য বিশ্বাস কর যে, ইহা আল্লাহের কালাম; ইহা কোন কবির বাক্যও নয় অথবা কোন গণকেরও বাক্য নয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই ঈমান হইতে ফিরিয়া যাও। সূরাহ আল্ মুদ্দাস্সির ঃ ১৮, ২১—২৪ আয়াতগুলিতে এই ভাবটি পাওয়া যায়। সেখানে মুশরিক কাফিরের আচরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'সে চিন্তা করিল এবং বিবেচনা করিল। তারপর সে যুক্তি প্রয়োগ করিল। তারপর সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল এবং মুখ বিকৃত করিল। তারপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল ও অহংকার করিল। অনন্তর সে বলিল, 'ইহা বহুল প্রচলিত জাদু ছাড়া আর কিছুই নহে।' অনুরূপভাবে 'তোমরা কুরআন শুনিতে থাকাকালে তোমরা উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষণেকের জন্য আগ্রহী হও। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তোমরা উহাকে

'কবির কথা' প্রসংগে 'ঈমান না রাখার' এবং 'গণকের কথা' প্রসংগে 'উপদেশ গ্রহণ না করার' উল্লেখ কেন করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ বলেন,

কবির কথা বা কবিতা কাহাকে বলে তাহা আরবের লোকেরা বেশ ভালভাবেই বুঝিত ও জানিত এবং তাহারা ইহাও বিলক্ষণ বুঝিত যে, কুরআন মাজীদ আর যাহাই হউক না কেন ইহা কবির কথা নয়। তবে তাহারা ইহাকে 'কবির কথা' বলিয়া কেন প্রচারণা চালাইত তাহা এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে 'কালীলাম্ মা তু'মিনূন' এর মধ্য দিয়া। অর্থাৎ তাহাদের ঐ প্রচারণার মূল কারণ ছিল কুরআনকে আল্লাহের বাণী বলিয়া বিশ্বাস না করার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি তাহাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহাদের এই বিশ্বাস না করার মানসিকতা তাহাদিগকে কুরআনের বিরুদ্ধে কোন না কোন অপবাদ প্রচারে প্ররোচিত করিতে থাকিত। অবশেষে তাহারা কুরআন সম্পর্কে এই মিথ্যা অপবাদ দিয়া বসিল যে, ইহা কবির কথা।

কিন্তু কাফিরদের অনেকেই কুরআনকে 'কবির কথা' বলিয়া মানিতে প্রস্তুত হইল না। তখন তাহাদের একদল বলিল যে, ইহা যদি 'কবির কথা' না হয় তাহা হইলে 'গণকের কথা' তো হইবেই। কারণ কুরআনের ছন্দ অনেকটা গণকের কথার ছন্দের অনুরূপ। 'গণকের কথা' হওয়া সম্পর্কে এই আয়াতে প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, 'উপদেশ গ্রহণ করা' যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তাহারা কখনও কুরআনকে 'গণকের কথা' বলিতে পারিত না। কেননা গণকেরা শয়তান জিন্নদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তাহাদের নিকট হইতে যে সব বাক্য গ্রহণ করিত তাহাই তাহারা লোকদিগকে বলিত। বস্তুতঃ

www.ahlehadeethbd.org

٤٣ - تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ •

٤٤ - وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ

٤٥ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ •

٤٦ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ •

٤٧ - فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ

৪৩। উহা বিশ্ব জগতের রাব্বের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৪৪। আর সে যদি তাহার কষ্টকল্পিত মন-গড়া কোন অবান্তর কথা আমাদের কথা বলিয়া চালাইতে চাহিত

৪৫। তাহা হইলে আমরা তাহাকে তাহার ডান হাতে নিশ্চয় পাকড়াও করিতাম ;

৪৬ তারপর আমরা তাহার মহাধমনী নিশ্চয় কাটিয়া ফেলিতাম।

৪৭। তখন ( ওহে মানবকূল, ) তোমাদের কেহই তাহাতে বাধা দানকারী থাকিত না।

---

গণকদের বাক্যাবলী মূলতঃ শায়তানদেরই বাক্য হইত। কুরআনে ঐ সব শায়তানের প্রভূত নিন্দাবাদ করা হয়। কাজেই যে কুরআনে গণকদের গুরু শায়তানদের নিন্দাবাদ করা হয় সেই কুরআন আর যাহাই হউক না কেন 'গণকের কথা' কিছুতেই হইতে পারে না।

৪৩। পূর্বের দুই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কুরআন কোন কবিরও কথা নয়, কোন গণকেরও কথা নয়। তবে কুরআন কি? তাহাই এই আয়াত হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত বলা হইয়াছে। ৪০নং আয়াত-টিতে বলা হইয়াছে, 'কুরআন একজন সংবাদবাহকের কথা' আর এই আয়াতে বলা হয় 'উহা রাব্বুল্ আলামীনের নিকট হইতে অবতীর্ণ'। এই দুই কালামে আপাত দৃষ্টিতে বিরোধ মনে হইলেও ইহাতে মোটেই কোন বিরোধ নাই। কারণ যে কোন সংবাদবাহক যাহা কিছু সংবাদবাহক হিসাবে বলে তাহা কখনও তাহার নিজের কথা হয় না। সে যাহার সংবাদবাহক তাহারই কথা বহন করিয়া আনিয়া যাহার নিকট সে প্রেরিত হয় তাহাকে সেই কথা পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র। কাজেই আয়াত দুইটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, কুরআন মূলতঃ আল্লাহ রাব্বুল্ আলা-মীনের বাণী। এই বাণী তিনি যাহার বা যাহাদের নিকট পৌঁছাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার সংবাদবাহক মারফত তাহাকে বা তাহাদিগকে পৌঁছান। এই ব্যাপারে তাঁহার সংবাদবাহক ছিলেন দুইজন। একজন ছিলেন 'মালাক' এবং তিনি ছিলেন জিবরীল আলাইহিস্ সলাতু অস সালাম। আর অপরজন ছিলেন একজন মানুষ এবং তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। প্রথম জন এই কুরআন বাণী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় জনের নিকট পৌঁছান এবং দ্বিতীয় জন উহা পৃথিবীর মানুষ ও জিন্নদের নিকট পৌঁছান। এই কথা সূরাহ ২৬, আশ্-শু'আরা' এর ১৯২—১৯৪ আয়াতগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। আয়াতগুলির তারজামা এই—"আর নিশ্চয় উহা রাব্বুল্ আলামীন কর্তৃক অবতীর্ণ। রূহুল্ আমীন (বিশ্বস্ত আত্মা অর্থাৎ জিবরীল) উহা লইয়া (হে রাসূল) তোমার অন্তরে অবতরণ করে যাহাতে তুমি সতর্ককারীদের একজন হও।"

৪৪-৪৭। تَقَوَّلَ ( তাকাওওালা ) ফি'ল মা'রূফ স্থলে ইহা 'তুকুওবিলা' ফি'ল মাজহূলও পড়া হয়। তখন বা'য ( بَعْضُ ) শব্দটি 'বা'যা' না হইয়া 'বা'যু' হইবে। ঐ পাঠে তারজামা হইবে এই : "আর যদি কষ্টকল্পিত মনগড়া কোন অবান্তর

৪৮- وانه لتذكرة للمتقين •

৪৯- وانا لنعلم ان منكم مكذبين •

৫০- وانه لحسرة على الكافرين •

৪৮। আরও ইহা নিশ্চিত যে, ইহা হইতেছে মুত্তাকীদের জন্য স্মারক উপদেশ বাণী।

৪৯। এবং আমরা নিশ্চিত জানি যে, কুরআনকে ( আল্লাহের বাণী বলিয়া ) অস্বীকারকারী লোক তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে।

৫০। এবং নিশ্চয় উহা ঐ অবিশ্বাসীদের জন্য বিলাপের বিষয় বটে।

---

কথা 'আমাদের কথা' বলিয়া চালান হইত তাহা হইলে উহার রচয়িতাকে আমরা...... ।"

**لاخذنا منه باليمين : আমরা তাহাকে তাহার ডান হাতে নিশ্চয় পাকড়াও করিতাম।** ব্যাখ্যা : ঘাতকের ডান হাতে থাকে তরবারী ; কাজেই সে যাহাকেই হত্যা করিবার জন্য ধরিতে যাইবে নিজের বাম হাত দিয়াই তাহাকে ধরিতে হইবে। তারপর ঘাতক তাহার বাম হাত দিয়া দণ্ডিত ব্যক্তির বাম হাতও ধরিতে পারে, তাহার ডান হাতও ধরিতে পারে। ঘাতক যদি দণ্ডিত ব্যক্তির মুখামুখি হইয়া নিজ বাম হাত দিয়া দণ্ডিত ব্যক্তির বাম হাত ধরে তবে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ঘাতকের সম্মুখ হইতে তাহার বাম দিকে সরিয়া যাইতে হইবে। এমত অবস্থায় ঘাতকের তরবারীর কোপ পড়িবে দণ্ডিতের পশ্চাদ্দিকে—ঘাড়ে। পক্ষান্তরে ঘাতক যখন নিজ বাম হাত দিয়া দণ্ডিতের ডান হাত ধরিবে তখন তাহারা উভয়ে মুখামুখি অবস্থায় হইবে এবং তখন ঘাতকের তরবারীর কোপ পড়িবে দণ্ডিতের সামনের দিকে—গলায়। এই দ্বিতীয় অবস্থায় দণ্ডিত ব্যক্তি স্বচক্ষে তরবারী দেখিতে পায় বলিয়া প্রথম অবস্থার তুলনায় এই অবস্থায় তাহার আতংক বেশী হয় এবং এই ধারার হত্যা অধিকতর ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ তাহাকে তৎক্ষণাৎ নৃশংসভাবে খতম করিয়া দেওয়া হইত।

আয়াতটিতে 'বিল্‌-য়ামীন' এর এই অর্থ ছাড়া আরও দুই প্রকার অর্থ করা হয়। এক অর্থ এই যে, 'য়ামীন' এর অর্থ 'ডান হাত' ধরিয়া তারপর ডান হাত যেহেতু শক্তির উৎস কাজেই উহার তাৎপর্য 'শক্তি-সামর্থ' গ্রহণ করা। এইক্ষেত্রে 'বা' অব্যয়টিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে। তখন আয়াতটির তারজামা দাঁড়াইবে, 'আমরা তাহার সকল শক্তি-সামর্থ লইয়া যাইতাম।'

তৃতীয় অর্থটি হইতেছে, 'বিল্‌-য়ামীন' শব্দটিকে 'বিল্‌-হাক্ক' অর্থে গ্রহণ করা। ইহার নযীর স্বরূপ পেশ করা হয় সূরাহ আস্‌-সাফ্‌ফাত : ২৮ আয়াতটি। ঐ আয়াতে 'আনিল্‌ য়ামীন ( عن اليمين ) এর এক অর্থ করা হয় 'মিন্‌ কিবালিল্‌ হাক্কি' ( من قبل الحق ) অর্থাৎ ন্যায়ের দিক হইতে। এই অর্থ অনুযায়ী আয়াতটির তারজামা হইবে "আমরা অবশ্যই তাহার প্রতিশোধ লইতাম ন্যায়পরতার সহিত।"

**আয়াত চারিটির সারমর্ম এই—কুর-আনের মধ্যে কোন কিছুই প্রক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া হয় নাই। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সবই আল্লাহ রাব্বুল্‌ 'আলামীনের বাণী।**

৪৮। এই আয়াতে কুর্‌আন কারীমের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যাহারা ন্যায়পরায়ণ ও সৎ জীবন যাপন করিতে চায় তাহাদের জন্য ইহা উপদেশ ও নির্দেশ গ্রন্থ। ইহা সূরাহ আল্‌-বাকারাহ : ২ এ 'হুদাল্‌লিল মুত্তাকীন' এর সমার্থবোধক।

৫০। **وانه لحسرة : আর নিশ্চয় উহা বিলাপের বিষয়।** এখানে 'উহা' বলিয়া দুইটি বস্তুকে বুঝানো যাইতে পারে। (এক) কুর্‌আন কারীম।

٥١ - وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝

٥٢ - فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

৫১। আর ও ইহা নিশ্চিত যে, ইহা হই-তেছে বাস্তব ও ধ্রুব বিশ্বাসযোগ্য।

৫২। অতএব (হে রাসূল), তুমি তোমার অতীব মহান রাব্বের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

---

কাফিরেরা তাহাদের ইহজীবনে যখন মুমিনদের সর্বত্র বিজয়, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিবে তখন এবং পরকালে যখন মুমিনদের পুরস্কার ও প্রতিদান দেখিবে তখন এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকিবে, 'হায়, কুরআনে বিশ্বাস করি নাই কেন! কুরআনে ঈমান রাখিলে তো আমরাও ইহা ভোগ করিতে পাইতাম! এইভাবে কুরআন তাহাদের আফসোসের কারণ হইবে। (দুই) পূর্বের আয়াতটিতে 'মুকায্যিবীন' শব্দের মধ্যে যে 'তাক্যীব' বা অস্বীকৃতির অর্থ রহিয়াছে সেই অস্বীকৃতিকে বুঝানো হইয়াছে এই 'উহা' দ্বারা। ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট বিধায় নিষ্প্রয়োজন।

৫১। حق اليقين—'হাক্ক্' শব্দের অর্থ বাস্তব—যাহা অলীক ও ভিত্তিহীন নয় আর য়াকীন শব্দের অর্থ বিশ্বাসযোগ্য—যাহার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ ও সংশয় নাই। এই দুইটি হইতেছে কুর্আনের দুইটি স্বতন্ত্র সিফাত বা গুণ। অনন্তর এই গুণ দুইটির গুরুত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটিকে অপরটির দিকে মুযাফ (مضاف) করা হইয়াছে।

৫২। এই আয়াতের তাৎপর্য তাফসীরকারগণ দুই ভাবে বর্ণনা করেন। (এক) "হে রাসূল আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বাণী দান করার ও উহাকে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করার জন্য তোমাকে যোগ্য করিয়া তোলেন বলিয়া তাহার শুকরীয়া স্বরূপ তুমি তাঁহার নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর। (দুই) আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে প্রক্ষেপ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন বলিয়া তাঁহার পবিত্রতা ঘোষ-ণার্থে তাঁহার নামেরও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

www.ahlehadeethbd.org

# মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

( আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ )

॥ আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

(١٥٦–٥) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارٰى •

---

(১০৬০) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্‌ফাযল ইবনু সাহ্‌ল্ আল্ আ'রাজ আল্ বাগদাদী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্‌রাহীম ইবনু আবদুর রহমান ইব্‌নু মাহ্‌দী, তিনি রিওয়ায়াত করেন ইবরাহীম ইবনু 'উমার ইবনু সাফীনাহ হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি ইবরাহীমের পিতামহ সাফীনাহ হইতে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত 'হুবারা' পাখীর গোশত খাইয়াছি।

---

(১৫৬৫) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩'৯১) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূ দাউদ : ২।১৭৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

عن ابراهيم بن عمر : 'উমারের পুত্র ইবরাহীম হইতে। কিন্তু আবূ দাউদের সানাদে 'ইবরাহীম' স্থলে উহার ক্ষুদ্রতাবাচক শব্দ বুরাইহ ( بُرَيْهٌ ) বা 'ছোট ইবরাহীম' রহিয়াছে।

سَفِيْنَةُ : সাফীনাহ। এই হাদীসের সাহাবী রাবী 'সাফীনাহ' রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আযাদ করা গোলাম ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মিহরান, উপনাম আবূ 'আবদির রাহমান ; আর 'সাফীনাহ' ছিল তাঁহার উপাধি। 'সাফীনাহ' শব্দের অর্থ নৌকা। তাঁহার এই উপাধির কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন, "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। অনন্তর দলের এক জন লোক এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, সে তাহার নিজ তরবারী বহন করিতে অক্ষম হয়। তখন সে তাহার তরবারী আমার উপর চাপাইয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে সে তাহার ঢালও আমার উপর চাপায়। এই ভাবে দলের অপর লোকেরা আমার উপর আরও বহু কিছু চাপায় এবং আমি ঐ সবই বহন করিয়া চলিতে থাকি। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলেন : "তুমি একটি 'সাফীনাহ' বা নৌকা। এই ভাবে আমি এই উপাধিতে পরিচিত হই।"

حُبَارٰى : হুবারা। ইহা এক প্রকার বন্য পাখী। ইহা কোন গৃহপালিত পাখী নয়। ইহার গ্রীবা বেশ দীর্ঘ, চঞ্চু সামান্য লম্বা এবং শরীরের বর্ণ ধূসর বা ছাই রংয়ের হইয়া থাকে। ইহা বেশ দ্রুত উড়িতে পারে। ইবনুল্ কাইয়িম বলেন, ইহার গোশ্‌তের তাসীর গরম ও শুষ্ক। ইহা গুরুপাক এবং যাহারা শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে ইহার গোশ্‌ত বেশ উপকারী। আমাদের মনে হয় ইহা বক বা কাদাখোঁচা জাতীয় কোন পাখী হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

(١٥٧-٦) حدثنا علي بن حجر ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى • قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى قال فلم يدن فقال له ابو موسى ادن فاني قد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل منه • قال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فحلفت ان لا اطعمه ابدا •

(১৫৭-৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলীই ইব্নু হুজর্, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসমা'ঈল ইব্নু ইব্রাহীম, তিনি রিওায়াত করেন আইয়ুব হইতে, তিনি আল্ কাসিম আত্-তামীমী হইতে, তিনি যাহদাম আল্জার্মী হইতে, তিনি বলেন, আমরা একদা আবূ মূসার নিকটে ছিলাম। অনন্তর তাঁহার খাবার পেশ করা হইল এবং তাঁহার সেই খাবারে মুরগীর গোশ্ত পেশ করা হইল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে তাইমুল্লাহ বংশের একজন লোহিতকায় লোক ছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, সে যেন একজন অনারব। রাবী বলেন, ঐ লোকটি খাবারের নিকট আসিল না। তখন আবূ মূসা তাহাকে বলিলেন, "খাবারের নিকট আইস; কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে উহার গোশ্ত খাইতে দেখিয়াছি।" সে বলিল, "আমি উহাকে কিছু (ঘৃণিত) বস্তু খাইতে দেখিয়াছি। সেই কারণে ইহা খাইতে আমার ঘৃণা হয় এবং কসম করি যে, আমি উহা কখনই খাইব না।"

(১৫৭-৬) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৯০) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮২৯ ও ৯৯৪ পৃষ্ঠাতে এবং সাহীহ মুসলিম : ২।৪৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

সাহীহ বুখারীর পাঁচ স্থানে (৪৪২, ৬২৯, ৮২৯, ৯৮৩, ও ৯৯৪ পৃষ্ঠায়) এই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সকল বর্ণনাতেই বলা হইয়াছে যে, মুরগীর গোশ্ত খাইতে আপত্তিকারী ব্যক্তিটি আবূ মূসার নিকট উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু সাহীহ মুসলিমের বিবরণে বলা হইয়াছে যে, ঐ লোকটি প্রবেশ করিল। উভয় বিবরণে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুই বিবরণে আদতে কোন বিরোধ নাই। সাহীহ মুসলিমে যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে, আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাঁহার লোক জনকে তাঁহার খাবার আনিতে আদেশ করার পরে ঐ লোকটি আবূ মূসার মাজলিসে প্রবেশ করে। আর বুখারীর বিবরণের তাৎপর্য এই যে, আবূ মূসা যখন খাইতে বসেন তখন ঐ

www.ahlehadeethbd.org

Contents



লোকটি তাঁহার মাজলিসে উপবিষ্ট ছিল। খাইতে বসিয়া তিনি তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট সকলকে খাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

১৫৫—৪ নং হাদীসে এবং এই হাদীসে একই ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকিলেও উভয় বিবরণের মধ্যে কিছু উলট পালট দেখা যায় যথা, প্রথম বিবরণে খাইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিটির কারণ উল্লেখ প্রথমে এবং আবূ মূসার উক্তি পরে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ এই হাদীসে আবূ মূসার উক্তিই প্রথমে এবং ঐ ব্যক্তিটির আপত্তির কারণ উল্লেখ পরে বর্ণিত হইয়াছে। বিবরণের এই ক্রমে বিরোধের কৈফিয়ৎ এই যে, উভয় হাদীসই সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ সাহীহ বুখারী : ৬২৯ পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে দেওয়া হইয়াছে। ঐ হাদীসটির তারজামাহ নিম্নে দেওয়া হইল।

"জারূম্ গোত্রীয় যাহ্দাম বলেন, ( হাযরাত 'উস্মানের খিলাফাত কলে কুফার আমীর নিযুক্ত হইয়া ) আবূ মূসা যখন কূফায় আগমন করিলেন তখন আমাদের জারূম্ গোত্রের লোকেরা ( আশ্'আরী গোত্রের সহিত পূর্ব হইতেই ভ্রাতৃত্ব ভাব থাকার কারণে—বুখারী : ৮২৯) তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইল। এক দিন আমরা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম এমন সময় তিনি তাঁহার পূর্বাহ্নের আহারে মুরগী খাইতে বসিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক জন লোক উপবিষ্ট ছিল। তাহাকে তিনি ঐ খাদ্য খাইতে ডাকিলেন। তাহাতে সে বলিল, আমি উহাকে কোন (ঘৃণা) বস্তু খাইতে দেখি বলিয়া উহা খাইতে আমার ঘৃণা হয়। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আইস (খাও); কেননা নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে উহা খাইতে দেখিয়াছি।" (তখন লোকটি বেকায়দায় পড়িল।) অনন্তর সে বলিল, "নিশ্চয় আমি কসম করিয়াছি যে, আমি উহা খাইব না।" (তাহার এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি যদি খাই তাহা হইলে কসম ভাঙ্গার জন্য আমি গুনাহগার হইব।) তিনি বলিলেন, "আইস তোমার ঐ কসম সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যবস্থা জানাইব। (এই বলিয়া আবূ মূসা কসম ভাঙ্গা সম্পর্কিত হাদীস তাহাকে এই ভাবে বলেন।) নিশ্চিত একটি ব্যাপার এই যে, (তাবূক যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য) আমরা এক দল আশ্'আরী নারী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গিয়া উটে চড়িয়া যুদ্ধে যাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট বাহন চাহিলাম। আমাদিগকে তিনি বাহন দিতে অস্বীকার করিলেন। আমরা আবার বাহন চাহিলাম। (সেই সময় তিনি কোন কারণে রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন।) তখন তিনি কসম করিয়া বলিলেন যে, তিনি আমাদিগকে বাহন দিবেন না। ইহার কিছু পরেই কতিপয় যুদ্ধলব্ধ উট তাঁহার নিকট আনা হইল। তখন তিনি পাঁচটি উট আমাদিগকে দিবার জন্য আদেশ করিলেন। অনন্তর আমরা উটগুলি লইয়া গেলাম। তারপর আমরা পরস্পরে বলিতে লাগিলাম যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাঁহার ঐ কসমের কথা স্মরণ না করাইয়া উট লইয়া আসিলাম। ইহার পরে আমরা কখনই পরিত্রাণ পাইব না ও কৃতকার্য হইব না। কাজেই আমি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল, আপনি কসম করিয়াছিলেন যে, আপনি আমাদিগকে বাহন দিবেন না। তার পর আপনি যে আমাদিগকে বাহন দিলেন! (ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছিনা।) তিনি বলিলেন, "হাঁ তো। আমি যখনই কোন ব্যাপার সম্পর্কে কসম করি এবং তার পর উহার অন্যথা করা উত্তম দেখি তখনই আমি ঐ উত্তম কাজ করি ( এবং ঐ কসম ভঙ্গের কাফ্ফারাহ করি। —বুখারী ৮২৯।

কসম ভঙ্গের কাফ্ফারাহ এই—এক গোলাম আযাদ করা, অথবা দশ মিসকীনকে মাঝারী পরিমাণে খাদ্যদান করা বা দশ মিসকীনকে বস্ত্র দান করা অথবা তিন দিন সিয়াম পালন করা।—সূরাহ ৫ আল্-মা'ইদাহ : ৮৯।

دَجَاجٌ : মুরগী। 'দাজ্জাজ' শব্দটি ইস্ম জিন্স্ ( Common noun ); দাজ্জাজাহ ইহার একবচন। دَجَاجَةٌ ( দাজ্জাজাহ ) শব্দের শেষে যে ة আছে তাহাকে তা'উ অহ্দাত ( تَاءُ وَحْدَة ) বা একত্বে ধক তা' বলা হয়। উহা স্ত্রীলিঙ্গবাচক ة নহে।

অনুরূপ কতিপয় শব্দ—

نَمْلٌ ( নাম্ল্ ) পিপড়া—নাম্লাহ ( نَمْلَةٌ ) একটি পিপড়া। نَحْلٌ ( নাহ্ল্ ) মৌমাছি—নাহ্লাহ ( نَحْلَةٌ ) একটি মৌমাছি। نَخْلٌ ( নাখ্ল্ ) খেজুর গাছ—নাখ্লাহ ( نَخْلَةٌ ) একটি খেজুর গাছ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



(১৫৮—৭) حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد الزبيري وابو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة •

(১৫৯—৮) حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة •

---

(১৫৮-৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান যুবাইর বংশীয় আবূ আহমাদ ও আবূনু'আইম, তাঁহারা দুই জন বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফয়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল্লাহ ইবনু 'ঈসা হইতে, তিনি 'আতা' নামক এক জন সিরিয়াবাসী হইতে, তিনি আবূ আসীদ হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা যাইতুন তেল খাও এবং উহা মাথায় গায়ে লাগাও, কেননা নিশ্চয় উহা বারাকাতযুক্ত গাছ হইতে উৎপন্ন হয়।"

(১৫৯-৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান যাহয়া ইবনু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রায্যাক, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মা'মার, তিনি রিওয়ায়াত করেন যাইদ ইবনু আস্লাম হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আল্‌-খাত্তাব তনয় 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা যাইতুন তেল খাও এবং গায়ে লাগাও, কেনন উহা বারাকাতময় গাছ হইতে পাওয়া যায়।"

---

تمر (তাম্‌র) খুরমা—তাম্‌রাহ (تمرة) একটি খুরমা।

মুরগীর গোশ্‌ত খাওয়ার বৈধতা সম্পর্কে সকল আলিম একমত। তবে যে মুরগী ময়লাখোর বলিয়া জানা যায় তাহাকে তিন দিন বাঁধিয়া রাখার পর খাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে।

মুরগীর গোশতের গুণাগুণ সম্পর্কে ইমাম ইব্‌নুল্‌ কাইয়িম বলেন, মুরগীর গোশত গরম অথচ নরম, লঘুপাক এবং মস্তিষ্ক ও বীর্যবর্ধক। ইহা গলার স্বর পরিষ্কার করে, শরীরের রং সুন্দর করে এবং বুদ্ধি সতেজ করে। মুরগীর গোশ্‌তের তুলনায় মোরগের গোশ্‌ত অধিকতর গরম ও অল্প নরম।

(১৫৮—৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ, ৩। ৯৯) বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীস এবং ইহার পরের দুই হাদীসের মর্ম একই বলিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

قال ابو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث' فربما اسنده

وربما ارسله•

(١٦٠–٩) حدثنا السنجي وهو ابوداود سليمان بن معبد المروزي السنجي

ثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلي الله

عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عمر•

---

আবু ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, এই হাদীস বর্ণনা ব্যাপারে এই হাদীসের সানাদে উল্লিখিত আবদুর্‌রায্‌যাক হইতে এই ভাবে ইযতিরাব পাওয়া যায় যে, তিনি কখন কখন এই হাদীসটিকে আগাগোড়া সংলগ্ন সানাদযোগে বর্ণনা করেন এবং কখন কখন উহাকে মুরসালভাবে (অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ না করিয়া) বর্ণনা করেন। [ইহা দেখাইতে গিয়া ইমাম তিরমিযী পরবর্তী সানাদটি উল্লেখ করেন।]

(১৬০-৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান আস্‌-সিন্‌জী – আর তিনি হইতেছেন আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু মা'বাদ আল মার্‌ওাযী আস্‌-সিন্‌জী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর্‌ রায্‌যাক, তিনি রিওয়ায়াত করেন মা'মার হইতে, তিনি যাইদ ইবনু আস্‌লাম হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে। এই সানাদে আবদুর রায্‌যাক 'উমার হইতে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

---

(১৫৯—৮) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ ৩।৯৯) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৪৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬০—৯) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ, ৩।৯৯) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

এই হাদীসটির সানাদ এবং ইহার পূর্বের হাদীসটির সানাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উভয় সানাদেই আবদুর রায্‌যাক নামে যে একজন রাবী রহিয়াছেন তিনি প্রথম সানাদে সাহাবী 'উমার রাঃ পর্যন্ত নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় সানাদে সাহাবী 'উমারের শিষ্য 'আস্‌লাম' পর্যন্ত নাম উল্লেখ করেন। ফলে, পূর্বের হাদীসটি দাঁড়ায় মারফূ' ও গ্রহণযোগ্য এবং এই হাদীসটি দাঁড়ায় মুর্‌সাল ও গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। কারণ এই মর্মে আবু আসীদের মারফূ' হাদীস আমরা পাই। তাহা ছাড়া সুনান ইব্‌নু মাজাহ গ্রন্থে (২৪৬ পৃষ্ঠায়) আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর একটি মারফূ' হাদীস এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

كلوا الزيت : তোমরা যাইতুন তেল খাও। প্রশ্ন উঠে, যাইতুন তেল হইতেছে তরল পদার্থ। কাজেই 'খাও' না বলিয়া 'পান কর' বলা সঙ্গত ছিল। তবে 'খাও' বলা হইল কেন? জওয়াব এই যে, পানি, শরবত ইত্যাদির মত যাইতুন তেল পান করা হয় না। বরং রুটির সহিত লাগাইয়া সালন রূপে উহা গ্রহণ করা হয়। এই কারণে 'খাও' বলা যথার্থ ও সঙ্গতই হইয়াছে।

وادهنوا : এবং উহা মাথায় গায়ে লাগাও।

যাইতুন তেল খাইবার এবং শরীরে ও মাথায় মালিশ করিবার যে আদেশ এই হাদীসে রহিয়াছে সে সম্পর্কে ইমাম ইবনুল্ কাইয়িম (মৃত ৭৫১ হিঃ) বলেন, হিজাযে ও হিজাযের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মাথায় ও শরীরে যাইতুন তেল মালিশ করা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী এবং এই কারণে ঐ সব দেশের লোকেরা ঐ তেল মাথায় ও শরীরে মালিশ করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, শীত প্রধান দেশে মাথায় ও শরীরে যাইতুন তেল মালিশ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে—এমন কি এই তেল অধিক পরিমাণে মাথায় মালিশ করিলে চক্ষুর কঠিন পীড়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। ইমাম ইব্নুল্ কাইয়িমের এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে, এই আদেশটি হেজাযবাসী ও অপর গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে—সকল দেশের লোকের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

ইমাম ইব্নু হাজার 'আস্কালানী (মৃত ৮৫২ হিঃ) ইমাম ইব্নুল্ কাইয়িমের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, এই হাদীসে যে আদেশটি রহিয়াছে তাহা 'ওয়াজিব' বা 'অবশ্য-পালনীয়' বোধক নহে; বরং উহা 'মুস্তাহাব্' বা 'বাঞ্ছনীয়' বোধক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাইতুন তেল সংগ্রহে সমর্থ হয় এবং সেই সঙ্গে উহা খাওয়া বা শরীরে মাথায় মালিশ করা তাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাইতুন তেল খাওয়া এবং মাথায় ও শরীরে মালিশ করা 'মুস্তাহাব্ব' হইবে।

তারপর যাইতুন তেল শরীরে মাথায় মালিশ করিতে হইলে উহা প্রত্যহ মালিশ করা সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় নহে; এক দিন পর এক দিন অথবা কয়েক দিন পর পর এক দিন মালিশ করা বাঞ্ছনীয় হইবে। এই প্রসংগে ৬৫ পৃষ্ঠায় ৩৫ নং হাদীসটি এবং ৬২ পৃষ্ঠায় ৩৩২ হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য। হাঁ, চিকিৎসক পরামর্শ দিলে প্রত্যহও মালিশ করা যায়। দেখুন তুহ্ফাহ: ৩। ৫৯ পৃষ্ঠায় জামি' তিরমিযীর ভাষ্য।

انه من شجرة مباركة : নিশ্চয় উহা বারাকাতযুক্ত গাছ হইতে উৎপন্ন।

ইহা দ্বারা কুর্আন কারীমের সূরাহ ২৪ আন্নূর এর ৩৫ নং আয়াতের দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। ঐ আয়াতে যাইতুন তেল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহা বারাকাতযুক্ত বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়।

তারপর যাইতুন বৃক্ষকে কেন বারাকাতযুক্ত বলা হয় সেই সম্পর্কে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়।

(এক) যাইতুন বৃক্ষ হইতে লোকে নানাভাবে উপকৃত হইয়া থাকে বলিয়া। বিশেষতঃ উহা সিরীয়াবাসীদের নানা কাজে লাগে বলিয়া ঐ বৃক্ষকে 'মুবারাকাহ' বৃক্ষ বলা হইয়াছে। এই বৃক্ষের দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এই বৃক্ষটি সাইনা' পাহাড়ে (খুব বেশী) জন্মে এবং ইহার ফল হইতে তেল ও সালন পাওয়া যায়"—সূরাহ ২৩ আল্মু'মিনূন: ২০।

ইব্নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, "যাইতুন বৃক্ষ হইতে নানাবিধ উপকার পাওয়া যায়। ইহার তেল দিয়া চেরাগ জ্বালানো হয়। তাহা ছাড়া ইহার তেল সালন, মালিশ ও চামড়া পাকা করার মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠ ইন্ধনের কাজে লাগে। ফল কথা, ইহার কোন কিছুই এমন নাই যাহা কোন না কোন কাজে না লাগে। এমন কি উহার কাঠের ছাই দিয়া রেশমী কাপড় পরিষ্কার ও ধোলাই করা হয়।"

তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীতে এই বৃক্ষই সর্বপ্রথম জন্মে এবং নূহ আলাইহিস্ সালাতু অস্সালামের যামানার

www.ahlehadeethbd.org

(١٦١—١٠) حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا ثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فاتي بطعام او دعي له فجعلت اتتبعه فاضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه ٠

(১৬১-১০) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ও আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীই, তাহারা দুই জন বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ, তিনি উহা রিওায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক হইতে, তিনি বলেন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে 'লাউ' এর তরকারী ভাল লাগিত। অনন্তর, একদা তাঁহার খাবার আনা হইল, অথবা তিনি উহা আনিতে বলিলেন। [ সন্দেহ বর্ণনাকারীর ] তখন আমি যেহেতু জানিতাম যে তিনি 'লাউ' পসন্দ করেন, সেই কারণে আমি সালনের মধ্য হইতে উহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহার সামনে রাখিতে লাগিলাম।

মহাল্লাবনের পরে আবার এই বৃক্ষই সর্বপ্রথমে জন্মে এবং ইহা জন্মে নাবীদেরই অঞ্চলে। এই বৃক্ষের বারাকাতের জন্য ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাতু অস্সালাম ও মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সহ ৭০ সত্তর জন নাবী দু'আ করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাহা বলিয়া দু'আ করেন তাহা এই, "হে আল্লাহ যাইতুন তেলে এবং যাইতুন বৃক্ষে-ফলে বারাকাত দাও; হে আল্লাহ যাতুন তেল এবং যাইতুন বৃক্ষে-ফলে বারাকাত দাও"।

( দুই ) যাইতুন বৃক্ষ প্রধানতঃ সিরীয়া দেশে জন্মে। এই সিরীয়া দেশে রহিয়াছে আল্মাস্জিদুল্ আক্সা এবং এই আল্মাসজিদুল্ আকসার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলকে কুরআন মাজীদে 'বারাকাতযুক্ত' অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "আল্-মাস্জিদুল আক্সা এমন একটি মাসজিদ যাহার চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলকে আমরা বারাকাতযুক্ত করিয়াছি।" সূরাহ ১৭ বানী ইসরাঈল ঃ ১।

উল্লিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এক দল আলিম বলেন ঃ প্রধানতঃ যে অঞ্চলে যাইতুন বৃক্ষ জন্মে সেই অঞ্চলটি 'বারাকাতযুক্ত' বিধায় সেই অঞ্চলে উৎপন্ন যাইতুন বৃক্ষ 'বারাকাতযুক্ত' হইয়াছে। আবার ঐ বৃক্ষটি 'বারাকাতযুক্ত হওয়ায় তাহাতে উৎপন্ন যাইতুন ফল এবং ঐ ফল হইতে নিষ্কাসিত যাইতুন তেলও বারাকাতযুক্ত হয়।—জামি' তিরমিযীর ভাষ্য, তুহ্ফাহ ৩। ৯০ পৃষ্ঠা ( মুল্লা আলী আল্ কারীর আল্-মিরকাত গ্রন্থের বরাতে )।

আমাদের মতে প্রথম মতটিই আধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত।

( ১৬১-১০ ) এই হাদীসে এবং ইহার পরের দুই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের 'লাউ' তরকারী খাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণিত এই হাদীসটি এই সানাদে সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থে পাইলাম না। যাহা হউক, এক হাদীস পরেই এই মর্মে এই সাহাবীরই অপর একটি হাদীস অন্য সানাদে আসিতেছে। ঐ হাদীসের টীকায় লাউ তরকারী সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

(١٦٢-١١) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حفص بن غياث عن اسمعيل بن ابى خالد عن حكيم بن جابر عن ابيه قال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فرايت عنده دباء يقطع فقلت ماهذا؟ قال نكثر به طعامنا • قال ابو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن ابي طارق وهو رجل من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يعرف له الا هذا الحديث الواحد وابو خالد اسمه سعد •

(১৬২-১১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইবনু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হাফ্স ইবনু গিয়াস, তিনি রিওায়াত করেন ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালিদ হইতে, তিনি হাকীম ইবনু জাবির হইতে, তিনি তাঁহার পিতা জাবির হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গিয়া দেখি যে, তাঁহার নিকট লাউ টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইতেছে। তখন আমি বলিলাম, 'ছোট ছোট টুকরা করিয়া ইহা কাটা হইতেছে কেন!" তিনি বলিলেন, "ইহা দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য বেশী করিতেছি।"

আবূ 'ঈসা বলেন এই 'জাবির' হইতেছে জাবির ইবনু তারিক এবং তাঁহাকে 'ইবনু আবী তারিক'ও বলা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহাবীদের একজন। এই একটি হাদীস ছাড়া তাঁহার আর কোন হাদীস জানা যায় না। আর 'আবূ খালিদ' এর নাম হইতেছে সা'দ।

(১৬২-১১) এই হাদীসটি সুনান ইবনু মাজাহ ঃ ১৪৫ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

يقطع.....عنده ঃ তাঁহার নিকটে (এবং তাঁহার বাড়ীতে) কাটা হইতেছিল। কোন কোন প্রতিলিপিতে 'যুকাত্তা'উ' (কর্মবাচ্য) 'ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটা হইতেছিল, স্থলে 'যুকাত্তি'উ' (কর্তৃবাচ্য) রহিয়াছে। তখন অর্থ হইবে, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিতেছিলেন।"

ماهذا (মা হাযা) এর অর্থ 'ইহা কি?' এখানে এই প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা অবান্তর হয় বলিয়া অর্থ করা হয়, 'এই ভাবে ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটা হইতেছে কেন?'

نكثر 'নুকাস্সিরু' স্থলে 'নুক্সিরু' পড়া যাইতে পারে। কিন্তু মূলে 'নুকাস্সিরু' রহিয়াছে।

وجابر هذا ...—এই হাদীসের সাহাবী রাবীর নাম 'জাবির'। সাহাবী জাবিরের নামে যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয় সেই জাবির বলিয়া সাধারণতঃ বিখ্যাত সাহাবী জাবির ইবনু আবদুল্লাহকে বুঝানো হয়। কিন্তু এই হাদীসের সাহাবী রাবী ঐ বিখ্যাত জাবির নন। এই কারণে গ্রন্থকার এই জাবিরের পরিচয় দিতে গিয়া বলেন যে,

www.ahlehadeethbd.org

(١٦٣-١٢) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله

(১৬৩-১২) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইবনু সা'ঈদ, তিনি রিওায়াত করেন মালিক ইবনু আনাস হইতে, তিনি ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহ ইব্নু আবূ তাল্হাহ হইতে, তিনি আনাস ইবনু মালিককে বলিতে শোনেন যে, একদা একজন দর্জী খাবার প্রস্তুত করিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ডাকিয়া লইয়া যায়। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত আমিও ঐ খাবার গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম। অনন্তর, ঐ দর্জী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

এই জাবির হইতেছেন 'জাবির ইব্নু তারিক' অর্থাৎ তাঁহার পিতার নাম 'তারিক'। আবার এই 'জাবিরকে 'জাবির ইবনু আবূ তারিকও' বলা হয়। অর্থাৎ তাঁহার পিতাকেই 'আবূ তারিক' এর সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়া তাঁহাকে আবূ তারিকের পুত্র তথা পৌত্রও বলা হয়।

لا يعرف (লায়ু'রাফু) : জানা যায় না (কর্মবাচ্য)। কোন কোন প্রতিলিপিতে 'লায়ু রাফু' স্থলে 'লা না'রিফু' : 'আমরা জানিনা' (কর্তৃবাচ্য) পাওয়া যায়। তখন আল্হাদীস ও আল্ওাহিদ শব্দ দুইটির শেষ অক্ষরে যাবার পড়া হইবে।

আল্লামাহ শাইখ আল্ বাইজুরী বলেন, এই জাবিরের কেবলমাত্র এই একটি হাদীসই পাওয়া যায় বলিয়া ইমাম তিরমিযী যে মন্তব্য করেন তাহা ঠিক নহে। বস্তুত: ইবনুস্ সাকান তাঁহার 'আল্মা'রিফাহ'গ্রন্থে এবং আশ্শীরাযী তাঁহার 'আল্ আল্কাব' গ্রন্থে জাবিরের আর একটি হাদীস রিওায়াত করেন।

ابو خالد اسمه سعد : আবূ খালিদের নাম হইতেছে সা'দ। এই হাদীসের সান'দে ইসমা'ঈলের পিতার উল্লেখ করা হয় তাঁহার উপনাম আবূ খালিদ যোগে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকার এই উক্তি করেন।

(১৬৩-১২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ ৩।৯৮) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮১০ ও ৮১৭ পৃষ্ঠায়, সাহীহ মুসলিম ২।১৮০ পৃষ্ঠায় এবং সুনান আবূ দাউদ : ২।১৭৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

ان خياطا নিশ্চয় একজন দর্জী। ইবন্ হাজার বলেন, এই দর্জী কে ছিলেন তাঁহার নাম আমি জানিতে পারি নাই। তবে এক রিওায়াতে জানা যায় যে তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক জন আযাদ করা গোলাম ছিলেন।

فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত আমি গিয়াছিলাম। আনিসের এই দা'ওাতে যাওয়া বিশেষ নিমন্ত্রণের ভিত্তিতেও হইয়া থাকিতে পারে, অথবা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর খাদিম হিসাবেও তিনি গিয়া থাকিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال انس فرايت النبي صلي الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم ازل احب الدباء من يومئذ ٠

আলাইহি অসাল্লামের নিকট যবের রুটি ও শুরুয়া আনিল। ঐ শুরুয়াতে লাউ ও লোনা শুক্‌না গোশত ছিল। আনাস বলেন, অনন্তর আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পিয়ালার এই ধার ঐ ধার হইতে লাউ এর টুকরা খুঁজিতে দেখিলাম। সেই দিন হইতে আমি বরাবর লাউ পসন্দ করিয়া আসিতেছি।

يتتبع الدباء حوالي الصحفة ঃ পিয়ালার চারি ধার হইতে লাউ খুঁজিতেছেন।

الصحفة : যে বাসনে পাঁচ জনের উপযোগী খাদ্য ধরে সেই বাসনকে 'সাহ্‌ফাহ' বলা হয়। কোন কোন প্রতি লিপিতে আস্‌সাহ্‌ফাহ' স্থলে আল্‌কাস্‌'আহ (القصعة) পাওয়া যায়। আল্‌কস্‌'আহ ঐ বাসনকে বলা হয় যে বাসনে দশ জনের উপযোগী খাদ্য ধরে।

## একটি প্রশ্ন ও তাহার জাওাব

এই হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁহার খাদিম আনাস একই বাসন হইতে সালন লইয়া খাইতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তরকারীর বাসনের চারিদিক হইতে লাউয়ের টুকরাগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া লইতেছিলেন। অথচ এই গ্রন্থেরই ২৮ অধ্যায়ে ১৯১৩ নম্বরে যে হাদীসটি আসিতেছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁহার 'রাবীব' (স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে জাত পুত্র) 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ একই বাসন হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলেন, "তোমার দিকে যে খাদ্য রহিয়াছে তাহা হইতে খাও।" এই উভয় হাদীসই সাহীহ বুখারী, সাহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ ও সুনান তিরমিযীতে রহিয়াছে। এই পরস্পর বিরোধী আচরণ ও আদেশের সমন্বয় আলিমগণ দুই ভাবে করিয়াছেন। (এক) বাসনের সর্বত্র যদি একই প্রকার খাদ্য থাকে তাহা হইলে নিজ নিজ দিক হইতে খাদ্য গ্রহণ করার আদেশটি উহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে। পক্ষান্তরে, বাসনের বিভিন্ন পাশে যদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থাকে তাহা হইলে বাসনের যে কোন দিক হইতে খাদ্য গ্রহণের বৈধতার হাদীসটি উহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

(দুই) নিজের দিক ছাড়িয়া অপর দিক হইতে খাদ্য গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ এই যে, তাহাতে অপর আহার গ্রহণকারীর সম্মুখস্থ খাদ্যে ঐ ব্যক্তির অরুচি জন্মিতে পারে। তাহা ছাড়া অপরের পক্ষে স্বচ্ছন্দে আহার গ্রহণে বাধা পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্ত আচরণে ঐ ধরণের কোন কিছুর সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। বরং অপরে তাঁহার সম্পর্কে উহাকে মুবারক জ্ঞানে অভিনন্দিতই করিত। কাজেই তাঁহার ঐ আচরণে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না।

الدباء : লাউ ইহাকে কোন কোন অঞ্চলে 'পানি কদু' বা 'পাইনা কদু' বলা হয়। বহুবিধ কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহার সালন খাইতে পসন্দ করিতেন। ইহা বুদ্ধি বৃদ্ধি করে, শরীর ঠাণ্ডা রাখে, গরম প্রকৃতিতে উপকার দেয় এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল হয়। ইহা পিপাসা শান্ত করে, মাথা ব্যাথা দুর করে। আবার ইহা স্বচ্ছন্দে গিলাও যায়।

www.ahlehadeethbd.org

( ১৬৪—১৩ ) حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا ثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل.

(১৬৪—১৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আদ্-দাওরাকী ( পারস্যের অন্তর্গত দাওরাক নগরের অধিবাসী অথবা ঐ নগরে প্রস্তুত টুপি পরিধানকারী ), সালামাহ ইবনু শাবীব ও মাহমূদ ইবনু গাইলান, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ উসামাহ ( হাম্মাদে ইবনু উসামাহ ), তিনি রিওয়ায়াত করেন হিশাম ইবনু 'উরওয়া হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আয়িশাহ হইতে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মিষ্ট দ্রব্য মধুও খাইতে ভালবাসিতেন।

( ১৬৪—১৩ ) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩ | ৯১) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী : ৭৯৩, ৮১৭, ৮৪০, ৮৪৮ ও ১০৩১ পৃষ্ঠায়, সাহীহ মুসলিম : ১৪০৯ পৃষ্ঠায়, আবূ দাউদ : ২ | ১৬৬ এবং ইবনু মাজাহ : ২৪৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

الحلواء : মিষ্ট বস্তু। মানুষ যে সব মিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে তাহাকেই মূলতঃ আল্-হাল্ওা' ( الحلواء ) বলা হয়। যদিও মূল অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে মিষ্ট ফল মূলও ইহার আওতায় পড়ে, তবুও প্রচলিত পরিভাষা হিসাবে ইহা হাল্ওার মধ্যে পড়ে না হালওা বলিতে গুড়, চিনি, মধুকেও বুঝায় এবং উহা দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্য-সমূহকেও বুঝায়। চাউলের আটা, বুটের আটা, যবের আটা, ছাতু, গমের ময়দা আটা সুজী ইত্যাদির সহিত গুড়, চিনি বা মধু মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দুধ, ঘি, ছানা, পনীর, দুধের সর ক্ষীর, যাইতুন তেল, বাদাম তেল ও সেই সঙ্গে খুরমা কিসমিস ইত্যাদি যোগে বাড়ীতে অথবা ময়রার দোকানে যে সব খাদ্য প্রস্তুত হয় সেই সবকেই হালওা বলা যাইবে। পায়স, পুডিং-পালো, মিঠা-ময়দা হইতে আরম্ভ করিয়া জিলিপি, রসগোল্লা, চমচম, ক্ষীরমোহন, হালওা সোহান, হালুয়া মালকাতী সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

العسل والحلواء : মিষ্ট দ্রব্য ও মধু। মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে মধুও পড়ে। তবে উহাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্য উহার উল্লেখ বিশেষ ভাবে করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন

# মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে রসূল প্রসঙ্গ

বাঙ্গালা দেশে মুস্‌লিমগণের আগমন হয় বিজয়ী বেশে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। ইহারও পূর্বে আরব দেশীয় বণিক ও ওলী দরবেশগণ এদেশে আগমন করেন। কিন্তু মুস্‌লিমগণ কর্তৃক বাংলা ভাষার চর্চা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বে শুরু হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং বাংলায় হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনী লেখার তাকীদও পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ সহজেই বোধগম্য। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে প্রধানতঃ আরবী ও ফারসীর চর্চাই ছিল প্রধান। সুতরাং এই সময় হাদীস, তফসীর, ইতিহাস জীবন চরিত, দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রই প্রধানতঃ আরবী ভাষাতেই আলোচিত হইত। অবশ্য পরবর্তীকালে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ফারসী ভাষাতেও শুরু হয়। উর্দুর তখনও সম্ভবতঃ জন্মই হয় নাই বা হইলেও অতিশয় শৈশব অবস্থা। জ্ঞান চর্চার উপযোগী তখনও হয় নাই। সুতরাং এই সময় বাংলা ভাষায় ইসলামী শাস্ত্র গুলির আলোচনা শুরু না হওয়া আদৌ বিস্ময়কর নহে।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনী আলোচনা করেন কবি যইনুদ্দীন (রচনা কাল ১৪৭১--১৪৮১)। এই গ্রন্থখানি গৌড়ের সুলতান শামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৪৭৪--১৪৮১) যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তাঁহার আদেশে রচিত হয়। এই সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আদেশেই মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। ইহার পূর্বে কয়েকখানি 'মনসা মঙ্গল' কাব্য রচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই মুসলিম শাহযাদা শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শ্রবণ করিবার পূর্বে স্বভাবতঃই রসূলুল্লার জীবন কথা বাংলায় রচনার আগ্রহ প্রকাশ করিবেন তাহাই স্বাভাবিক (পুথি পরিচিতি ৪১৯পৃঃ), কিন্তু গ্রন্থখানির নাম রসূল বিজয় হইলেও ইহাতে জয়কুম রাজার সহিত হযরত মুহম্মদ সঃ ও হযরত আলী রাঃ এর কল্পিত যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা মনসা মঙ্গল কাব্যের অনুকরণ অথবা উত্তর হওয়াই সম্ভব। রচনা রীতি, ভাষা সবই তৎকালীন প্রচলিত হিন্দু রীতির ও ভাষার অনুকরণ। কিন্তু কাব্যখানি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মদ সঃ মদিনা হইতে ছয় মাসের পথ দূরে জয়কুম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। জয়কুম রাজার রাজ্যে পৌঁছিয়া উভয় পক্ষে কয়েক দিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে জয়কুম রাজের তিন পুত্র বন্দী হয়। অবশেষে জয়কুম রাজা যুদ্ধ ক্ষেত্রে একশত কূপ খনন করিয়া কৌশলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ, আর, মুহাম্মদ আলী হায়দার মুর্শিদী

# সাহাবাচরিত

## আবূ যার্‌র্ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু

আবুযার্‌র্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু গিফার গোত্রের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গিফারী বলা হয়। তিনি বিশিষ্ট মুহাজির ও প্রথম শ্রেণীর যাহিদ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। দুন্‌য়ার ধন সম্পদের প্রতি তাঁহার বিরাগ সর্বজন বিদিত। তাঁহার ইস্‌লাম গ্রহণের বিবরণ এবং তাক্‌ওা, যুহদ্ ও অর্থ-নৈতিক মতবাদ সম্পর্কে এই নিবন্ধে আলেচনা করা হইতেছে।

### আবূ যার্‌র্ গিফারীর নাম, ধাম ও বংশ পরিচয়ঃ—

এই সাহাবী তাঁহার আবূ যার্‌র্ উপনামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাম ও তাঁহার পিতার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে তাঁহার নাম ছিল "জুনদুব" তাঁহার পিতার নাম ছিল "জুনাদাহ", এবং তাঁহার পিতামহের নাম ছিল 'আস্‌সাকান'। সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থে (২৭৩ পৃষ্ঠায়) 'আবওাবুল আদাব' অধ্যায় সমূহের 'মুখের ভারে শোওা নিষেধ' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আবু যার্‌র্ বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে 'য়া জুনাইদিব' অর্থাৎ 'হে ছোট জুনদুব' বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার নাম 'জুনদুব' ছিল। আবুযার্‌র্ এর মাতা গিফার বংশীয়া এক মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-ওাকী'আহ এর কন্যা রাম্‌লাহ। আবূ যার্‌র্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পঞ্চম উর্ধতন পুরুষের নাম ছিল 'গিফার' এবং ঐ পূর্বপুরুষেরই নাম অনুসারে তিনি গিফারী উপাধিতে পরিচিত হন।

আবুযার্‌র্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বাল্যকাল হইতেই তাওহীদপন্থী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি কোন দিন মূর্তিপূজা বা শির্‌ক করেন নাই। তাঁহার অন্তর সত্য ধর্মের অন্বেষণে সর্বদা ব্যাকুল থাকিত। তাঁহার ভাই উনাইস একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। অপর একজন কবির সাথে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। উনাইস দাবী করিতেন যে, তিনি বড় কবি, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিটি মনে করিতেন যে, তিনিই বড় কবি। পরে উভয়ে এই কথার উপর রাযী হন যে, মাক্কা মু'আযযামাহ গিয়া কোন একজন জ্যোতিষীকে তাঁহারা সালিস মানিবেন এবং ঐ জ্যোতিষী যে ফায়সালা দিবেন তাঁহারা উহা মানিয়া লইবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহারা উভয়ে মাক্কা অভিমুখে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যেই নিজ দেশে থাকিয়াই আবূ যার্‌র্ রাসুলল্লাহ সল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের কথা শুনেন। উনাইসের রওানার পূর্বে আবূ যার্‌র্ তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই উনা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ইস, মাক্কা শহরে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি নিজেকে নাবী বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং তিনি দাবী করেন যে, আসমান হইতে তাঁহার নিকট সংবাদ আসে। তুমি মাক্কা গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিও এবং আলাপ-আলোচনা করিও। তারপর বাড়ী ফিরিয়া আমাকে তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানাইও।"

অতঃপর উনাইস তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি সহ মাক্কাহ গিয়া তাঁহাদের মনোনীত সালিসের সামনে নিজ নিজ কবিতা আবৃত্তি করেন। উনাইসের কবিতাকেই ঐ সালিস অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া ঘোষণা করেন। অনন্তর উনাইস রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তখন আবূ যারর্ উনাইসকে বলেন, "ব্যাপারটি কি?" উনাইস বলেন, "আল্লাহের কসম, তিনি বেশ ভাল মানুষ। তিনি লোকদিগকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহার বাণী কিন্তু কোন কবিতার মত নয়।" ইহা শুনিয়া আবূ যার্র্ বলিলেন, "তোমার বর্ণনায় আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না।"

## আবু যার্র্ এর ইসলাম গ্রহণ

সাহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন: উনাইসের বর্ণনায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আবূ যার্র্ একটি থলিতে কিছু খাদ্য স্বামগ্রী রাখিয়া ঐ থলিটি লইলেন; একটি চামড়ার থলিতে পানি লইলেন এবং হাতে একটি লাঠি লইয়া মাক্কা অভিমুখে রওানা হইলেন। অতঃপর মাক্কা পৌঁছিয়া তিনি মাস্জিদুল হারামে বাস করিতে থাকেন। ঐ সময়ে যামযামের পানিই ছিল তাঁহার একমাত্র খাদ্য। তিনি সেখানে অবস্থান কালে প্রথম প্রথম কেহই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং তিনিও কাহারও কাছে নিজ পরিচয় দেন নাই। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাও তিনি সুবিধাজনক বিবেচনা করেন নাই। একদিন আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু মাসজিদুল হারামে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইহাকে প্রবাসী বলিয়া মনে হইতেছে।" ইহাতে আবূ যার্র্ জানান যে, হ্যাঁ তিনি একজন মুসাফির বটে। এই কথা শুনিয়া "আসুন আমার বাসায়" বলিয়া হাযরাত আলী তাঁহাকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। আবূ যার্র্ কি উদ্দেশ্যে মাক্কায় আসিয়াছেন তাহা হাযরাত আলী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং তিনি নিজেও তাহা প্রকাশ করিলেন না। অনন্তর সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন সকালে আবূযার্র্ তাঁহার খাদ্যের ও পানির থলি দুইটি লইয়া মাস্জিদুল্ হারামে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সে দিনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবূযার্র্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোন খোঁজ খবর পাইলেন না। দ্বিতীয় দিন হাযরাত আলী আসিয়া বলিলেন, "এই আগন্তুকের থাকিবার যায়গা কি এখনও হইয়া উঠিল না"? অবূ যার্র্ বলিলেন, 'না'। সেইদিনও হাযরাত আলী আবূযার্র্কে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। পরদিন সকালে আবূ যার্র্ আবার মাস্জিদুল হারামে ফিরিয়া গেলেন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় হাযরাত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু আবার মাসজিদুল হারাম যান এবং আবূ

www.ahlehadeethbd.org

Contents



যার্‌রের সহিত পূর্বের মত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হয়। এইভাবে তৃতীয় দিন মেহমানদারী করার পরে হাযরাত আলী আবূ যার্‌র্‌কে তাঁহার মাক্‌কা আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আপনি যদি আমার সহিত পাকা ওয়াদা করেন যে, আপনি কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না তাহা হইলে আমি উহা বলিতে পারি। হাযরাত আলী ঐ মর্মে ওয়াদা করিলে আবূ যার্‌র্‌ তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলিলেন, "আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, মাক্‌কায় এমন একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি নিজেকে নাবী বলিয়া দাবী করেন। ফলে তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য আমি আমার ভাই উনাইসকে পাঠাই। সে ফিরিয়া গিয়া যে সংবাদ পরিবেশন করে তাহা আমার মনঃপূত না হওয়ায় আমি নিজে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করি। ইহাই আমার মাক্‌কা আগমনের উদ্দেশ্য।" ইহা শুনিয়া আলী বলিলেন, "তুমি উপযুক্ত স্থানেই পৌঁছিয়াছ। তিনি সত্য নাবী। আগামীকাল আমি তাঁহার নিকট যাইব। তখন তুমি আমার অনুসরণ করিও। রাস্তায় কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে আমি দেয়ালের পার্শ্বে প্রস্রাব করিবার ভান করিয়া অথবা জুতা ঠিক করিবার ভান করিয়া বসিয়া পড়িব আর তুমি সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। পরে আমি তোমার আগে আগে চলিতে থাকিব।" পরদিন সকালে এইভাবে তাঁহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সমীপে গিয়া হাযির হইলেন। অনন্তর আবূ যার্‌র্‌ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিলেন, "ইসলাম ধর্মের বিবরণ আমাকে জানান।" তদনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে ইসলামের মূল কথা জানাইলেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, "আবূযার্‌র্‌ এখন তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারটি গোপন রাখ এবং নিজ দেশে চলিয়া যাও। এবং তোমার লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার কর। পরে ইসলাম যখন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে তখন আমার নিকট আসিও।" আবূযার্‌র্‌ বলিলেন, "যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সত্য নাবী করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, আমি ইহা কাফিরদের মধ্যে উচ্চস্বরে প্রকাশ ও প্রচার করিব," এই বলিয়া তিনি মাসজিদুল্ হারামে সমবেত কাফিরদের মধ্যে গিয়া ঘোষণা করিলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশগণ একযোগে আবূ যার্‌রের উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। এমন সময় হাযরাত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই মর্মন্তুদ ব্যাপার দেখিয়া কুরাইশদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি করিতেছ! তোমরা গিফার সম্প্রদায়ের লোককে মারিতেছ অথচ শাম দেশে ব্যবসা করিতে যাওয়ার একমাত্র পথ তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তোমাদের এই ব্যবহারের জন্য উক্ত পথ বন্ধ হইয়া যাইবে,।" ইহা শুনিয়া তাহারা আবূযার্‌র্‌কে প্রহার করা

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ছাড়িয়া দিল। পরদিনও আবুযার্‌র্ উক্ত কালিমাহ ঘোষণা করায় কুরাইশগণ তাঁহার প্রতি পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করে এবং এইবারেও আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর হস্তক্ষেপের ফলে আবু যার্‌র্ নিষ্কৃতি পান। এই রূপে ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিকেই প্রাণের কোন মায়া না করিয়া আবূ যার্‌র্ ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করার পরেও সে কেন উহা প্রকাশ করিয়া বসিল? তখন আবূ যার্‌র্ বলিলেন, "হে আল্লাহের রাসূল, আমার মনের একটি আকাংখা আমি আজ পূর্ণ করিলাম। তার পর নাবী সল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম আবূ যার্‌র্‌কে বলিলেন, "তুমি এখন দেশে চলিয়া যাও। যখন শুনিবে যে, ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে তখন আমার নিকট আসিও।"

## আবূ যার্‌রের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও ইসলাম প্রচার

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নির্দ্দেশ পাইয়া আবূ যার্‌র্ বাড়ী রওানা হন। দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ভাই উনাইস তাঁহার জন্য ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। অনন্তর উনাইস কাঁদিতে কাঁদিতে আবূ যার্‌র্‌কে বলেন, 'ভাই, দীর্ঘকাল আপনার কোন খবর না পাওয়ায় আমরা আপনার সম্পর্কে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় আপনাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। এতদিন আপনি কি করিলেন, আপনার বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কি পাইয়াছেন।" তাহাতে আবূ যার্‌র্ কালিমাহ শাহাদাত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। অর্থ এই: আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। ইহা শুনিবামাত্র উনাইসও কালিমাহ শাহাদাত পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে আবূ যার্‌র্ তাঁহার মাতার নিকট গেলেন। মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আবূ যার্‌র্‌কে বলিলেন, "হে স্নেহের পুত্র, তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? আমরা তোমার বিলম্বে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম যে, তোমাকে হয়তো হত্যা করা হইয়াছে। তুমি কি তোমার বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পাইয়াছ? "আবূ যার্‌র্ বলিলেন, "হঁ, পাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি কালিমাহ শাহাদাত পাঠ করিলেন। তখন মাতা আবু যার্‌র্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনাইস কি করিয়াছে"? আবূ যার্‌র্ বলিলেন, "উনাইস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।" তখন তাঁহার মাতা বলিলেন, "তোমরা দুই ভাই ছাড়া আমার আর কেহই নাই। এমত অবস্থায় তোমরা দুই জনই যখন এই মুক্তির পথ বাছিয়া লইয়াছ, তখন আমার উহা হইতে বিরাগ ভাজন হওয়ার কোন কারণ নাই। আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল।" তারপর তিনি দেশে অবস্থান করিয়া নিজ গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন, তাঁহার গোত্রের এক বিরাট দল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



অতঃপর যখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তথা ইসলামের বিজয় ডংকা আরবের সর্বত্র বাজিয়া উঠিতে লাগিল তখন খান্দাক যুদ্ধের পর আবূ যার্‌র্ মাদীনায় হিজরাত করেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ওফাত পর্য্যন্ত মাদীনাতে বসবাস করেন। পরে সিরিয়া মুসলিমদের অধিকারে আসিলে আবূ যার্‌র্ সিরিয়ায় বসবাস করিতে থাকেন। অনন্তর হাযরাত উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হুর খিলাফত কালে সিরীয়ার তৎকালীন শাসনকর্তা হাযরাত মু'আওিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার মতবিরোধ হয়। তাঁহাদের এই মতবিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিলে খালীফা হাযরাত উসমানের নির্দেশক্রমে আবূ যার্‌র্ সিরীয়া ত্যাগ করিয়া মাদীনা আসেন। তখন হাযরাত উসমান তাঁহাকে বলেন: স্মরণ কর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ বাণীটি—তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "আবূ যার্‌র্ দুনয়াতে একাকী অবস্থায় বাস করিবে এবং একাকী অবস্থায় মরিবে।" আমি তোমার জন্য রাবাযাহ প্রান্তরে কুটির নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখন সেখানে গিয়া বাস কর।" হাযরাত উসমানের এই নির্দেশ মুতাবেক আবূ যার্‌র্ মাদীনা হইতে দক্ষিণে ৪০/৫০ মাইল দূরে রাবাযাহ নামক স্থানে গমন করেন এবং তাঁহার বিবির সহিত সেই নির্জন প্রান্তরে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করেন। তাঁহার মৃত্যু হিজরী ৩০ অথবা ৩১ সনে রাবাযাতে হয় এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন।

## আবূ যার্‌র্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্‌তিকাল ও দাফন

হাযরাত আবূ যার্‌র্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তিম সময় যখন আসন্ন হইয়া আসিল তখন তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। হাযরাত আবূ যার্‌র্ তাঁহার কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন, "আপনার মরণে বাধা দিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রখিবার কোন শক্তি আমার নাই—এই কথা আমি বেশ বুঝি। কাজেই আমি আপনার মৃত্যু আগমনের জন্য কাঁদিতেছিনা। বরং আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, আমার নিকট এমন কোন কাপড় নাই যাহাদ্বারা আপনার কাফনের ব্যবস্থা করিতে পারি। তখন আবূ যার্‌র্ একটি হাদীস শুনাইয়া তাঁহাকে এই ভাবে প্রবোধ দেন: "কাদিও না: নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তিনি একদা আমাদের কয়েকজন সাহাবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে আমার সাহাবীগণ, তোমাদের মধ্যে এমন একজন রহিয়াছে যে একাকী নির্জন প্রান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহার জানাযায় একদল মুসলিম শরীক হইবে।" উক্ত মজলিসে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বর্তমানে আমি ছাড়া আর কেহই জীবিত নাই। বাকী সকলেই ইতিমধ্যে ইন্‌তিকাল করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই লোক সমাজের মধ্যে থাকিয়াই ইন্‌তিকাল করিয়াছেন। কাজেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে লোকটি সম্পর্কে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেই লোকটি নিশ্চিত ভাবে আমিই। আমি এখন নির্জন প্রান্তরে মরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য রাখ, অবশ্যই তুমি এক দল লোককে আসিতে দেখিবে। আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলিনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents



এবং আমি বিশ্বাস করি যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কখনও মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার বিবি বলিলেন, "তাহাতো শুনিলাম। কিন্তু এখন কোন মুসলিমদলের আগমন কেমন করিয়া সম্ভব হইবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ হজ্জের মওসম এখন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই কোন মুসলিম দলের এই সময়ে এই পথে আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।" আবূ যাররূ বলিলেন, "যাও, রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখ।" স্ত্রী দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পকাল পরেই তিনি দেখিতে পান যে, একদল লোক উটে চড়িয়া ধূলাবালি উড়াইয়া তাঁহাদের কুটীরের দিকে আসিতেছে। তাহারা এত দ্রুত আসিতেছিল যে, দূর হইতে মনে হইতেছিল যেন একটি বিরাট পাখীর দল আসিতেছে। তাঁহারা ঐ কুটীরের নিকট পৌঁছিয়া একজন স্ত্রীলোককে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মনে করিলেন যে, স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়িয়াছে আর তাই তাঁহারা সেখানে থামিলেন। তাঁহারা আবূ যাররের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "একজন মুসলিমের মৃত্যু আসন্ন। আপনারা তাঁহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।" তাঁহারা বলিলেন, "কে সেই মুসলিম?" আবূ যাররের স্ত্রী বলিলেন, "তিনি হইতেছেন আমার স্বামী আবূ যাররূ।" আবূ যাররের নাম শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের পিতা মাতা তাঁহার জন্য কুরবান হউক।" এই বলিয়া তাঁহারা সেখানে সাময়িক ভাবে অবতরণ করিলেন এবং আবূ যাররের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আবূ যাররূ বলিলেন, "আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদেরই আগমন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাই আপনারা আজ এখানে উপনীত হইয়াছেন। দেখুন, আমাদের নিকট এমন কাপড় নাই যাহা দ্বারা আমার কাফনের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে আল্লাহের কসম দিয়া বলিতেছি যে, আমাদের মধ্যে যিনি দেশের নেতাগিরী করিয়াছেন বা মোড়লী করিয়াছেন অথবা কোন সরকারী চাকুরী করিয়াছেন এমন কি ডাক বিভাগের পিয়নের কাজও করিয়াছেন তাঁহার দেওয়া কাপড় দিয়া আমার কাফন করিবেন না। কারণ উহা আমি আমার জন্য হালাল মনে করি না। উপস্থিত সকলেই যেহেতু উল্লিখিত পদগুলির কোন না কোন পদের অধিকারী ছিলেন অথবা উল্লিখিত কাজগুলির কোন না কোন কাজ করিয়াছিলেন কাজেই তাঁহারা আবূ যাররের কাফনের কাপড় দেওয়া ব্যাপারে প্রায় হতাশ হইয়া পড়েন। এমন সময় একজন আনসারী বলিয়া উঠেন, "আমার কাছে এমন কাপড় আছে যাহা আপনার কাফনে ব্যবহৃত হইয়ার যোগ্য। এই কাপড় আমার মা নিজ হাতে সূতা কাটিয়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া এই দুই খণ্ড কাপড় গ্রহণ করুন। হাযরাত আবূ যাররূ রাযিয়াল্লাহু আনহু উহা গ্রহণ করিতে রাযী হইলেন। তাঁহাদের ঐ স্থানে অবস্থানকালে আবূ যাররূ ইন্তিকাল করেন। তাঁহারা তাঁহার গোসল সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে কাফন পরান, তাঁহার জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁহার দাফনক্রিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents



আসন হইবে, যে ব্যক্তিকে আমি পৃথিবীতে যে অবস্থায় ছাড়িয়া যাইব সেই অবস্থাতেই সে যদি পৃথিবী হইতে চলিয়া যায় (অর্থাৎ তাহার মৃত্যু পর্যন্ত যদি সেই অবস্থাতেই থাকে)।"

অতঃপর আবূ যার্‌র্‌ বলেন, আল্লাহের কসম, আমি ছাড়া আপনাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি এই দুন্‌য়াতে কোন না কোন বিষয়ে জড়িত হইয়া পড়েন নাই। কাজেই কিয়ামত দিবসে আমি নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বাধিক নিকটে আসন লাভ করিব।—আল্‌ইসাবাহ, ৪ | ১১৫, আহমাদের বরাতে।

৭। আবূ যার্‌র্‌ রাঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা বলেন, "হে আবূ যার্‌র্‌ আমি একদা স্বপ্নে দেখিলাম যে, পাল্লার একদিকে আমাকে ও অপর দিকে চল্লিশ জন লোককে রাখিয়া যেন ওযন করা হইতেছে। ঐ চল্লিশ জনের মধ্যে তুমি ছিলে। ফলে ঐ ওযনে আমি ঐ চল্লিশ জনের চেয়ে বেশী ভারী হইলাম।—মাযমা' ৯ | ৩৩০, বায্‌যারের বরাতে।

৮। আলী কার্‌রামাল্লাহু অজ্‌হাহু বলেন ঃ

"আবূ যার্‌র্‌ ইলমে পরিপূর্ণ একটি ভাণ্ড। তারপর সে ঐ ভাণ্ডটির মুখ বাঁধিয়া রাখে।"—আল্‌-ইসাবাহ ৪ | ১১৬, আবূ দাউদের বরাতে।

৯। আবূ দাউদ বলেন, "আবূ যার্‌র্‌ ইলমে ইবনু মাসউদের সমতুল্য ছিলেন—ঐ ৪ | ১১৬।

১০। আবূ যার্‌র্‌ রাযিয়াল্লাহ আনহুর স্ত্রী ছিলেন স্থূলকায়া ও মোটাসোটা। তাঁহার গর্ভে যেসব সন্তান হইত তাহাদের একটিও বেশীদিন বাঁচিত না। এই কারণে আবূ যার্‌রের কোন বন্ধু তাঁহাকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, তাঁহার স্ত্রী নিজেও অত্যন্ত ভাগ্যবতী এবং তাঁহাকেও ভাগ্যবান করিয়াছে। কারণ তাঁহার স্ত্রীর দওলতে ঐ সন্তানগুলি তাঁহার জন্য আখিরাতের সম্বল হইয়া রহিয়াছে। বলাবাহুল্য তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই।—মাজমা 'উযযাওয়ায়িদ, ৯ | ৩৩১।

১১। আবূ যারর্‌ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একই রকম দুইটি মোটা কাপড় কিনিয়া উহার একটি নিজে পরিতেন এবং অপরটি তাঁহার গোলামকে পরিতে দিতেন। তাঁহাকে গোলামের মত কাপড় পরিতে দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "আমি একজন লোককে গাল-মন্দ বলিতে বলিতে তাহার মা তুলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করি। তাহাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলেন, 'হে আবূ যার্‌র্‌, তুমি উহাকে তাহার মা তুলিয়া ভৎর্সনা করিলে? নিশ্চয় তুমি এমনই একজন লোক যে, তোমার মধ্যে একটি নাদানী খাসলাত বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের গোলাম। তোমাদের ভাইদিগকেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। কাজেই যাহার ভাই তাহার অধীনস্থ থাকে তাহার কর্তব্য এই যে, সে নিজে যাহা খায় তাহারই অংশবিশেষ সে উহাকে খাওয়াইবে; নিজে যাহা পরিধান করে তাহারই অনুরূপ সে উহাকে পরাইবে। আর তাহাদিগকে এমন কাজ করিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



বাধ্য করিওনা যাহা তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করে। যদি এইরূপ কোন কাজ করিতে তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তোমরা নিজেরা তাহাতে সহযোগিতা কর'।—সাহীহ বুখারী ঃ ৯।

## হাদীসটির ব্যাখ্যা ঃ—

আবু যার্‌র্‌ রাযিয়াল্লাহ আন্‌হু তাঁহার গোলামকে গাল-মন্দ দিতে দিতে বলিয়া ফেলেন "ওরে হাবশীদের বেটা"। আবূ দাউদের এক রিওায়াতে পাওয়া যায় যে, অতঃপর ঐ গোলাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গিয়া অভিযোগ করে। তাহাতে তিনি আবূ যার্‌র্‌কে উক্ত নাসীহাত করেন। ঐ নাসীহাতের ফলে তিনি তাঁহার ঐ গোলামকে আযাদ করিয়া দেন এবং ঐ নাসীহাতের কারণেই তিনি ঐ ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় 'আমার গোলামকে' না বলিয়া 'একজন লোককে' বলেন।

'তোমাদের গোলামেরা তোমাদের ভাই' না বলিয়া 'তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের গোলাম' বলার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এই গোলামেরা মুখ্যতঃ, মূলতঃ এবং আদতে তোমাদের ভাই। অবস্থা বিশেষে তাহারা তোমাদের অধীনস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এই গোলামী সাময়িক মাত্র; কিন্তু তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থায়ী। কাজেই স্থায়ী সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গোলামের সহিত ভাইয়ের মত আচরণ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents



( ২০৪ পৃষ্ঠার পর )

ইহার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় কলিকাতার পুঁথি প্রকাশক কাযী শফীউদ্দিন কর্তৃক। ইহা অনুবাদ করেন শুরু হইতে হযরত নূহের বৃত্তান্তের কিছু অংশ মুনশী রিজাউল্লাহ। অতঃপর মুনশী আমীরউদ্দীন হযরত নূহের বৃত্তান্তের বাকী অংশ হইতে হযরত মুহম্মদ সঃ এর তদীয় পিতৃব্যের সহিত সিরিয়ায় বাণিজ্য বাত্রা পর্যন্ত অনুবাদ করেন। তারপর শেষাংশ 'খিলাফত-নামা' ও 'সাদত (শাহাদত) নামা' সহ অনুবাদ করেন মুনশী আশরাফ আলী। ইহা ১২৬৮ সালে সমাপ্ত হয়।

এই নামের অপর গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর আফাজদ্দীন আহাম্মদ। উহা 'খুলাসাতুল আম্বিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া শুরুতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বালাম অনুবাদ করেন ঢাকা জিলার গড়পাড়ার মুনশী তাজদ্দিন। দ্বিতীয় বালাম হইতে শেষ পর্যন্ত বাকী ১৫ বালাম অনূদিত হয় হাওড়া জিলার গোবিন্দপুরের মুনশী খাতের মহাম্মদ কর্তৃক। এই গ্রন্থ ১২৭৩ সালের ২৫শে রমযান, মুতাবিক ২০শে মাঘ শুক্রবার আসরের সময় সমাপ্ত হয়। ১৩৩৬ সালে ইহার অষ্টাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

শেষোক্ত কিসাসুল আম্বিয়ায় রসূলুল্লাহ সঃ সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই :—

১। মোহাম্মদী নূরের পয়দায়েশের বয়ান,
২। আযাযীলের পয়দায়েশের বয়ান,
৩। নূরে মোহাম্মদী হযরত আদম হইতে বংশ পরম্পরায় আবদুল্লাহর কপালে আসে ও তথা হইতে আবদুল্লাহ ও আমেনার মিলনে আমেনার গর্ভে আসে,
৪। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জন্ম,
৫। বিবি হালীমা কর্তৃক তাঁহাকে প্রতিপালন ও প্রথমবার সীনাচাক,
৬। হযরতের মাতৃবিয়োগ,
৭। পিতৃব্যের সহিত সিরিয়ায় বাণিজ্যযাত্রা,
৮। বাহিরা রাহেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী,
৯। হযরতের দ্বিতীয়বার সীনাচাক,
১০। তাঁহার হযরত খদীজার সহিত বিবাহ,
১১। কা'বা শরীফ পুনর্নির্মাণ,
১২। হযরতের বিবিদের নাম ও অবস্থা ও হযরতের নেক খাসলতের বয়ান,
১৩। হযরতের আওলাদগণের বয়ান,
১৪। হযরতের তৃতীয়বার সীনাচাক ও ওহী আগমন,
১৫। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ,
১৬। হযরতের মোজেজা, বুজুরগী ও নেক খাসলতের বয়ান,
১৭। হযরতের মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত,
১৮। বদরে কুবরার লড়াই,
১৯। বিবি আয়েশার প্রতি অপবাদ,
২০। জঙ্গে ওহোদের বয়ান,
২১। বদরে সুগরার লড়াই,
২২। খয়বরের লড়াই,
২৩। বনি কুরায়যার লড়াই,
২৪। তবুকের লড়াই,
২৫। তবুকের বাদশাজাদির বিবরণ ও হোস্বাম জঙ্গী ও আলকামা শাহজাদার সহিত হযরত আলীর লড়াই,
২৬। হোদাইবিয়ার সোলেহ,
২৭। ফতহে মক্কা,
২৮। হোনাইনের লড়াই,
২৯। হাজ্জাতুল বেদা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents



৩০। হযরতের ওফাত,

৩১। হযরতের ফরজন্দানের বয়ান।

উপরের সূচীপত্রটি অতিশয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নূরে মুহম্মদীর উপাখ্যানসহ আরও এমন বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যাহার কতকগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। উদাহরণ স্বরূপ তবুকে বাদশাহ জাদীর বিবরণ ও হোস্বাম জঙ্গীর ও আলকামার শাহজাদার সহিত হযরত আলীর লড়াই। ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এরূপ আরও বহু কাল্পনিক ও কিংবদন্তীমূলক ঘটনার উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়। অথচ জঙ্গে আহ্যাব বা খন্দকের যুদ্ধের ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ইহাতে নাই। মোট কথা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চলিত বাঙ্গালা সাহিত্যে (আধুনিক নহে) খাঁটি ঐতিহাসিক বিবরণ ও কুরআন হাদীস অবলম্বনে রচিত গবেষণা প্রসূত হযরতের (সঃ) জীবন চরিত আজও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও সন্ধান ও গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[ সঙ্কলন : মাহে নও, আগষ্ট, ১৯৬৩ ইং ]

www.ahlehadeethbd.org

ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) রসূলরূপে।

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

# মহানবীর (সঃ) আবির্ভাবের সময় দুনিয়ার ধর্মীয় অবস্থা

ঈসায়ী ছ' শতক। আরবদেশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আরবরা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আরবের এ যামানাকে আইয়ামে জাহিলীয়া বা অজ্ঞতার যুগ নামে ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন। তবে আইয়ামে জাহিলিয়া শুধু আরবদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমগ্র দুনিয়ায়, মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। এ অজ্ঞতা কিসের? দু'টি মৌলিক অজ্ঞতা মানুষকে খর্ব করে রেখেছিল, তাকে এগুতে দেয়নি। প্রথমতঃ স্রষ্টা সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব। সৃষ্টিকর্তা যে এক এবং অদ্বিতীয় এ মহাসত্য যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। অবশ্য আহলে কিতাব বা ঐশী গ্রন্থধারী নামে যে দুটি জাতি ছিলো যথা, ইহুদী এবং নাসারা তাঁরা নিজেদের ধর্মকে এমনি বিকৃত করে ফেলেছিল যে, তাঁদের নবীগণ স্বয়ং ফিরে আসলে ঐ ধর্মকে তাঁদের প্রচারিত ধর্ম বলে চিন্‌তে পারতেন কিনা সন্দেহ।

হযরত ঈসা (আঃ) তওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রচায় করেছিলেন; কিন্তু তাঁর পরে সাধু পল, পিটার প্রমুখ ধর্মযাজকেরা উহাকে তাসলীস বা ত্রিত্ববাদে পরিণত করেন। যে ঈসা (আঃ) বুত-পরস্তী দূর করতে দুনিয়ায় আসেন, তাঁরই মূর্ত্তি তৈরী করে নাসারারা উহার পূজা শুরু করে দেয়।

ইহুদীরা হযরত উযায়র (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করে। বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল এ জাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এরা নিজেদের পয়গম্বর হযরত মূসাকে নির্যাতন করে, হযরত যাকারিয়াকে হত্যা করে, তাদের দাবীমতে হযরত ঈসাকে (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধকরে এবং পরে হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। কাজেই ইহুদীরা তাদের পয়গম্বরদের প্রচারিত ধর্ম তওহীদবাদ থেকে কতদূর সরে গিয়ে কী ভয়াবহ নৈতিক এবং ধর্মীয় অধঃপতন ডেকে আনে তা সহজেই কুঝা যায়।

পুরাকাল থেকেই পারস্যে অগ্নি পূজার প্রচলন ছিল। ঐ ধর্মের প্রবর্তক ধর্মগুরু যুরদস্ত বা zoroaster এর মতে দুজন দেবতা জগতের মংগল অমংগল সাধন করেন—মংগলের দেবতা আহুরা মায্‌দ আর অমংগলের দেবতা আহ্‌রিমাঁ। আহুরা মায্‌দার পূজাই ছিল পারসিকদের প্রধান ধর্ম।

সে কালে ভারতীয়দের ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বেদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম,' বা একেশ্বরবাদের উল্লেখ থাকলেও, ভারতে নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা কোন কালেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এমন-কি আর্যগণও দেবদেবীরই পূজা অর্চনা করত।

চীনদেশে একেশ্বরবাদের ধারণা কোন কালে ছিল বলে, মনে হয় না। সেখানে ধর্ম প্রচারক হিসেবে 'কনকুসিয়াস' ও 'তাও' খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু তাঁদের ধর্মমতের বিবরণ জানা যায় না। তবে প্রাচীনকাল থেকেই চীনবাসীদের মধ্যে প্রকৃতি পূজা, পুরোহিত পূজা এবং পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি চলে আসছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ

www.ahlehadeethbd.org

চীনদেশের জনগণের ধর্মীয় জীবনে কোন উন্নতি সাধন করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কেননা তারা বুদ্ধের মুর্তিপূজা এবং রাজ রাজ-ড়াদের পূজাকে তাদের ধর্মের সার বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

আরবদের ধর্মীয় অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। তারা ঘোর পৌত্তলিক এবং মুশরিক বা অংশীবাদী হয়ে পড়ে। হযরত মুহাম্মদ [সঃ] এর আগমনের আড়াই হাযার বছর আগে মক্কায় তওহীদের প্রাণকেন্দ্র, আল্লাহর ঘরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন, নবীবর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইস্মাঈল [আঃ]। কিন্তু কালক্রমে এই পূত পবিত্র আল্লাহর ঘরে আরবরা তিনশো ষাটটি দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। কাজেই আরবরা যে কী ঘোরতর শির্কে লিপ্ত ছিল, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

এ আলোচনায় আমাদের প্রতিপাদ্য প্রথম মৌল বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সে যমানার লোকদের অন্তর থেকে যে একেবারেই লোপ পেয়েছিল তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন দ্বিতীয় মৌলিক প্রতিপাদ্য অজ্ঞতার বিষয়টি আলোচনা করা যাক। আর সেটি হচ্ছে মানুষের নিজ সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। মানুষ ভুলে গিয়েছিল তার প্রকৃত সত্তা, মান মর্যাদা ও গৌরব। সে ভুলে গিয়েছিল সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে সে কত বড়! সে যে আশ্রাফুল মখ্লুকাত—সৃষ্টির সেরা। সেতো দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা, বা প্রতিনিধি, আল্লাহর কত সাধের, কত প্রিয়। তাই দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ-তাআলা তৈরী করেন নিজ কুদরতী হাতে। ইরশাদ হয়:

خلقت بيدى "আমি তাকে তৈরী করেছি আমার নিজ কুদরতী হাত দিয়ে।" (৩৮ : ৭৫) তারপর মানুষকে চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নূরের তৈরী ফিরিশতাদের দিয়ে মাটির তৈরী আদমকে সম্মান সিজদা করান। এখানেই শেষ নয় তিনি সমস্ত বস্তুকে, জগতকে সৃষ্টি করেন মানুষের প্রয়োজন মেটাতে, মানুষের ভোগের জন্য। ইরশাদ হয়:

"তিনিই তোমাদের মঙ্গলের জন্য তৈরী করেছেন, দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে, সবই।"—২ : ২৯।

তাই আকাশে চাঁদ উঠে মানুষের জন্য; বাগানে ফুল ফুটে মানুষের জন্য। কোকিলের কুহু গান, বায়ুর হিল্লোল, পাতার মর্মর ধ্বনি, আর নদীর কলতান, সবই মানুষের সেবার জন্য, আনন্দের জন্য। এক কথায় এই সুন্দর দুনিয়া আর এতে যে রাশি রাশি নিয়ামত রয়েছে, তা সবই মানুষের ভোগের জন্য।

তাছাড়া মানুষের জীবন যে এ-দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন নয়, বরং মানুষ যে মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন নিয়ে আসে, সেই আঁধার যুগের লোকেরা তা ভুলে গিয়েছিল। সে যে এসেছে আল্লার কাছ থেকে, আবার তাকে যে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে—এ মহাসত্য তার অন্তর থেকে লোপ পেয়েছিল। বস্তুতঃ এ'দুটি মৌল অজ্ঞতার কারণে, সে যুগে সভ্য জগতের সর্বত্রই সত্যের আলো নিভে গিয়েছিল, আর অসত্য মাথা চাড়া দিয়ে সৃষ্টি করেছিল ধ্বংসকর পরিবেশ। ফলে দুনিয়া অনাচার, অবিচার ও অত্যাচারে ভরে উঠে তা মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

মানবতার সেই ঘোর দুর্দিনে, অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগে দুনিয়ায় এসেছিলেন আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ), মানুষের হিদায়াত এবং সার্বিক মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য। তিনি তাঁর পয়গম্বরী জীবনের মাত্র তেইশ বছরে মৃতপ্রায় আরব জাতির মধ্যে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন ক'রে তাদেরকে মানবতার যে উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করেন, তা যেমন প্রলৌকিক তেমনি অভূতপূর্ব। এ অসাধারণ দৃশ্য অবলোকন করে দুনিয়ার অমুসলিম চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত আবেগ বিস্ময়ে ভরে উঠেন। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক কারলাইলের কথায়ঃ

To the Arab Nation it was as a birth from darkness into light; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd peopie, roaming unnoticed in its desert since the creation of the world: a Hero-Prophet was sent down to them with a word they could believe: see the unnoticed becomes world-notable. the small has grown world-great·········

These Arabs, the man Mahomet, and that one century,—is it not as if a spark had fallen, one spark, on a world ot what seemed black unnoticeable sand; but lo the sand proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to Grenada.

"আরব জাতির জন্য এ যেন ছিল অন্ধকার থেকে আলোকের জন্ম এর সংস্পর্শে এসে আরব দেশ সর্বপ্রথম জীবন্ত হয়ে উঠল। একটা তুচ্ছ মেষপালক জাতি যারা পৃথিবীর সৃজন অবধি অলক্ষিত অবস্থায় মরুভূমিতে বিচরণ করত—তাদের কাছে একজন বীর-পয়গম্বরকে পাঠান হল এমন বাণী নিয়ে যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। দেখ! সেই অলক্ষিত হয়ে উঠল জগদ্বিখ্যাত, সেই ক্ষুদ্র বেড়ে উঠল বিশ্ব-মহান রূপে।·········

"এই আরবেরা, মানুষ মুহাম্মাদ এবং ঐ এক শতাব্দী—এ কথা বলা কি ঠিক নয় যে, যেন একটা স্ফুলিংগ—মাত্র একটা স্ফুলিংগই এমন ভূভাগের উপর পতিত হল যা কৃষ্ণবর্ণ অলক্ষ্য বালুকা বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু দেখ, ঐ বালুকা বিস্ফোরক বারুদের রূপ ধারণ ক'রে, দিল্লী থেকে গ্রেনাডা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে গগনচুম্বী শিখা বিস্তার ক'রে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।"

জনৈক উর্দু কবি বলেন,

درفشانی نے قطروں کو دریا کردیا
دل کو روشن کردیا آنکھوں کو بینا کردیا
جو نہ تھے خود رہ پر دوسروں کے ہادی بن گیا
کیا وہ نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا

তবে মহানবীর আগমন শুধু যে আরবদের ভাগ্যাকাশে নবারুণ উদয়ের কারণ হয়েছিল তা নয়। বস্তুতঃ তাঁর কল্যাণে বিশ্বমানব জ্ঞানে গুণে উদ্ভাসিত হয়ে নিজেদের হৃত গৌরব উদ্ধার করে। প্রফেসার ড্রেপার সত্যই বলেছেন; He, of all men, has exerted the gretest influence upon the human race.

"মানব কূলের মধ্যে একমাত্র তিনিই সমগ্র মানব জাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।" হযরত রসূলে মকবুল (সঃ) ঘোর তমসাচ্ছন্ন যুগে আবির্ভূত হয়ে কী ভাবে পথ-ভোলা মানুষদের, পথের সন্ধান দিয়ে, দুনিয়ায় নবযুগের সূত্রপাত করেন—সেই অধ্যায়টি যেমনি বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয়, তেমনি শিক্ষণীয়ও বটে। এখানে আমরা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

## রসূলরূপে মহানবী (সঃ) এর অবদান

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) বিশ্বমানবতাকে সামনে রেখে প্রথমে আরবদের হিদায়াতের জন্য প্রাণপণ মেহনত শুরু করেন। কারণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents



তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়,

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا

"আমরা ত আপনাকে পাঠিয়েছি, সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী হিসেবে।"—৩৪ : ২৮

তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম এসেছিলেন এক একটি নির্দিষ্ট কাল ও সীমানার মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য। কাজেই তাঁদের মেহনতের ময়দান ছিল সীমিত। কিন্তু রসুলে মকবুল (সঃ) এর মেহনতের ময়দান ছিল কাল ও সীমানার উর্ধে। তিনি দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত, সমগ্র মানব জাতির নবী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মজীদ নাযিল করেন, এবং তাঁকে ব্যাপক দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি সহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা প্রতিটি মানুষ সত্যের সন্ধান লাভ ক'রে ইহ-পরকালে সফলকাম হতে পারে।

হযরত রসূল মকবুল (সঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নুবুয়ত প্রাপ্ত হন। নুবুয়ত পূর্ব চল্লিশ বছর তিনি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটান। তিনি ছিলেন বাল্যে য়াতীম, যৌবনে ব্যবসায়ী এবং প্রৌঢ়ে স্রষ্টার দাস ও মানবতার সেবক। তিনি আরবের কলুষিত এবং মানবতা বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেও তাঁর নির্মল ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যের কারণে মক্কায় ছোট বড় সকলেরই প্রিয়পাত্র হন। সত্যবাদিতা এবং আমানত দারীতে ত তিনি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হন, এমনকি তাঁর পরম শত্রু আবু জহলকে বলতে শুনা যায় :

والله ان محمدا لصادق وما كذب محمد

"আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই মুহাম্মদ প্রকৃতই সত্যবাদী, সে কখনো মিথ্যে বলে নি। তাই মক্কা বাসীগণ তাঁকে নাম ধরে ডাকতো না; বরং তাঁকে 'আস্-সাদিক' 'আল-আমীন' বলে ডাকা হত। তিনি নবী হবার পূর্বে কেমন লোকটি ছিলেন, তার এক সুন্দর ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেন মা খদীজা (রাঃ)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হেরার গিরি গুহায় প্রথম অহী পেয়ে ভীতি বিহ্বল মনে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে বিবি খদিজাকে যখন বলেন : আমায় কম্বল দিয়ে ঢাকো; আমি আমার জীবনের প্রতি আশংকা করছি! তাতে বিবি খদীজা (রাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠেন : কখ্খনো না! তারপর তিনি তাঁর গুণধর স্বামীর গুণগুলো তাঁর কাছে এইভাবে ব্যক্ত করেন,

انك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق.

"আপনি ত আত্মীয়দের প্রতি দয়াশীল; পীড়িত ও আতুরদের ব্যয়ভার বহন করেন; নিঃস্বদের জন্য অর্জন করেন; আপনি অতিথি-পরায়ণ এবং নায্য বিপদ আপদে সদা সাহায্য-কারী।"

বস্তুতঃ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে গড়ে তোলেন আদর্শ মানবীয় গুণাবলীর সমন্বয়ে, যাতে তিনি বিশ্বনবীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হ'তে পারেন। এ বিষয়টি ব্যক্ত করতে গিয়ে রসুল মকবুল (সঃ) বলেন,

علمني ربي فاحسن تعليمي، وادبني ربي فاحسن تاديبي.

"আমার পরওরদেগার আমায় জ্ঞান শিখিয়েছেন, কাজেই তিনি আমায় সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। আর তিনি আমায় ব্যবহারিক জীবন শিখিয়েছেন, কাজেই তিনি আমায় সুন্দর ব্যবহার শিখিয়েছেন।"

রসূলে মকবুল (সঃ) এর তেইশসালা পয়-গম্বরী যিন্দেগী আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর কর্তব্যকর্মের রূপরেখা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআন মজীদে সংক্ষেপ, অথচ অর্থপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ হয় :

www.ahlehadeethbd.org

Contents



لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة ' وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين ٠

"বাস্তবিক পক্ষে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের কাছে, তাদের মধ্য হতে একজন রসূল পাঠিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সেই নবী তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতগুলো পড়ে শোনান; আর তাদের আত্মশুদ্ধি করান, আর তাদেরে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেন। নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য গুমরাহীর মধ্যে ডুবে ছিল।"—৩ঃ ১৬৪।

আলোচ্য আয়তটি রসূল মকবুল (সঃ) এর জীবনচরিতের সাথে মিলিয়ে পড়লে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর তেরসালা মক্কী যিন্দেগী ছিল, তায্কিয়া বা আত্মশুদ্ধির যুগ আর তাঁর দশসালা মাদানী যিন্দেগী ছিল জ্ঞান দানের যুগ।

রসূলে মকবুল (সঃ) মক্কায় দীন প্রচার কালে আরবরা শতধা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তারা গোত্রীয় জীবন যাপন করত। প্রতিটি গোত্র ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। এমন শত শত গোত্র, শাখাগোত্র আরব উপদ্বীপে বাস করতো। কিন্তু তাদের আপোষের সম্পর্ক ছিল দাও আর কুমড়ার। লুটতরাজ, মারামারি, হানাহানি এবং যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক অধঃপতন, চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল। দয়ামায়া, প্রেমভালবাসা যেন আরবভূমি হতে বিদায় নিয়েছিল। অবশ্য অতিথিসেবাসহ তাদের চরিত্রে যে সব মহৎ গুণ ছিল, সেগুলো তাদের গর্হিত কাজের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। রসূলে মকবুল (সঃ) একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত আরবদের মূল রোগ ধরে ফেলেন। সেই রোগ ছিল মানসিক। অর্থাৎ তাদের অন্তর স্বাস্থ্যহীন ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল। আর একটা চরম সত্য যে, মানুষের অন্তর অনুযায়ী তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত হয়। অন্তর নিষ্ঠুর হলে হাত অন্যায় করে, আর অন্তর দয়ার্দ্র হলে হাত মানুষের উপকার করে। কাজেই মানুষের ভালমন্দ নির্ভর করে তার অন্তরের উপরে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন,

ان في الجسد لمضغة ' اذا صلحت صلح الجسد كله ' واذا فسدت فسد الجسد كله ' الا وهى القلب ؛

"মানুষের দেহে একখণ্ড মাংস রয়েছে। সেই মাংসখণ্ড ভাল থাকলে সর্বশরীর ভাল থাকে। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে সর্বশরীর নষ্ট হয়ে যায়। শুন! মানুষের অন্তরই হচ্ছে সেই মাংসপিণ্ড।

তাই আরবজাতির মানসিক রোগ নিরাময় করার জন্য রসূল মকবুল [সঃ] যে মহৌষধ নির্ধারন করেন, তা হল কলিমাহ তাইয়িবাহ لا اله الا الله 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।' এই কলিমাহ বিপরীত দুটি শক্তির অধিকারী—একদিকে এ কলিমাহ মানুষকে গায়রুল্লাহ্র নাগপাশ থেকে মুক্ত করে; আর অন্যদিকে মানুষের সম্বন্ধ জুড়ে দেয় আল্লাহ্র সাথে। যেহেতু গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া সব বস্তুই—তা যে কোন পাদার্থই যে কোন আকারেই হোক না কেন—সৃষ্ট ও ধ্বংসশীল কাজেই যে মানুষ সৃষ্ট বস্তুর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে, তার পরিণতি অস্থায়ী। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান, চিরঞ্জীব সর্বগুণাধার হওয়ায় তার সাথে সম্বন্ধ জুড়লে সে সম্বন্ধটি স্থায়ী হওয়ার কারণে তার ফলও হয় স্থায়ী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সংক্ষেপে বলতে গেলে, রসুলে মকবুল [সঃ] মক্কী যিন্দেগীর দীর্ঘ এগার বছর মানুষের অন্তরের পেছনে মেহনত করেন। তাদের অন্তরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তু থেকে বের করে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ জুড়ে দেবার চেষ্টা করেন। ফলে, মানুষ আল্লাহ ওয়ালা হোয়ে যায়। অবশ্য এজন্য তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরে যে কত নিগ্রহ কত ত্যাগ ও তিতিক্ষা সহ্য করতে হয়েছিল ইতিহাস তার প্রমাণ। তার পর মানুষের জীবন ধারা আল্লাহর হুকুম ও রসুলের তরীকা মত, গড়ে তোলার জন্য, নামায রোযা, যাকাত, হজ্জ সহ বিভিন্ন হুকুম আহকাম নাযিল হয়। ফলে মানুষের সার্বিক বিকাশের পথ খুলে যায়।

কলিমাহ একদিকে যেমন মানুষকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি মানুষের পরস্পরের মনকে জুড়ে দেয়। ফলে মানুষ ভাই ভাই হয়ে যায়। এর জ্বলন্ত ও প্রকাশ্য প্রমাণ স্বরূপ আমরা আরব উপদ্বীপের দুটি মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। একটা আরবের জাহিলিয়া যুগের—যাতে আরব উপদ্বীপ বিভিন্ন যুদ্ধমান গোত্রের দেশ এবং এলাকা। মরুভূমি যেন মানুষের রক্তে রঞ্জিত। এর পর পৃষ্ঠায় রসুলে মকবুল (সঃ) এর যমানার মানচিত্র। কিন্তু কৈ? কোথায় গেল সেসব যুদ্ধমান গোত্র, যারা আরব দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল? মানচিত্রটি ত সাদা—তাতে মাত্র কয়েকটি শহরের নাম উল্লেখ দেখা যায়, যথা মক্কা মদীনা ও তায়েফ। বস্তুতঃ রসুলে মকবুল (সঃ) এর কল্যাণে আরবদের গোত্রীয় অস্তিত্ব লোপ পেয়ে, তারা এক উম্মত বা মহা জাতিতে পরিণত হয়ে যায়।

মহানবীর তিরোধানের পর সাহাবীগণ সত্যের আলো নিয়ে দুনিয়ার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে দুনিয়ার মানুষ জাহিলীয়াতের তিমির থেকে বেরিয়ে এসে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। এই miracle বা অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইশারা করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف
بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ۔

"আর তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত কোরে ধর, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত যখন তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে অনন্তর তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ভালবাসা দিয়ে তোমাদের অন্তর জুড়ে দিলেন। ফলে তোমরা তার নিয়ামতের কারণে ভাই ভাই হ'য়ে গেলে।"

হযরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর ইহধাম ত্যাগের পর আজ প্রায় চৌদ্দ শো বছর অতীত হতে চলেছে। দুনিয়া যেন আবার সেই প্রাক ইসলামিক জাহিলিয়াতের তিমিরে আচ্ছন্ন। আজ সমগ্র দুনিয়ায় ত্রাসের রাজ্য কায়েম। মানুষ শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেনা। আজ জান মাল আবরু ইয্যৎ সবই বিপন্ন। মানবতার এ সংকটময় মুহূর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর আদর্শের শরণ গ্রহণই বিশ্বের মুক্তির একমাত্র পথ।

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله
واصحابه وبارك وسلم، باخر دعوانا ان
الحمد لله رب العلمين ۔

* শামে হামদার্দের উদ্যোগে ঈদে মীলাদুন্নবী সেমিনারে ঢাকা ইণ্টার কন্টিনেণ্টাল হোটেলে ১৭।৫।৭০ তারিখে পঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

॥ বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ॥

# স্বাধীনতা বিমুখতায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা

## বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মানস

বাংলা সাহিত্যদিগন্তে, ঈশ্বর গুপ্তের পরই বঙ্কিম চন্দ্রের আবির্ভাব। এটা বঙ্কিম যুগ বলেই খ্যাত। বঙ্কিম চন্দ্র কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। তারপর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কাজেই পাশ্চাত্যের মন ও মানস যে তাঁর মধ্যে একটা নয়ারূপ ও দ্যোতনা নিয়ে অভিনব আকুতি ও ব্যঞ্জণাপূর্ণ হয়ে উঠবে এটা অস্বাভাবিক নয়।

বঙ্কিম চন্দ্র সাহিত্য সম্রাটরূপে খ্যাত। সা ইত্য রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে এর রূপরেখা চিত্রন ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা যায়, তিনি কবি নন। কাব্যের স্বপ্নরাজ্য বঙ্কিম চন্দ্রের সাম্রাজ্যের বহির্ভূত। তাঁর জীবন যেন নেহাৎ গদ্যময়। তবে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার প্রারম্ভে বিভিন্ন বিদেশী কবি বা সাহিত্যিকের উধৃতি দৃষ্টে মনে হয় তাঁর মধ্যে কাব্যরস যে মোটেই ছিল না তা নয়; তবে গল্প ও উপন্যাস রচ-নার মধ্যেই তিনি সার্থক হয়ে উঠেছেন। প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর লেখনী ধারালো হলেও ক্ষুরধার হয়ে উঠতে পারেনি। এর কারণও অস্পষ্ট নয়। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদের ছুৎমার্গ, জপতপ, তন্ত্রমন্ত্রে যেমন তাঁর অণুপরমাণু গঠিত তেমনি এর মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ ও প্রচারণায় অতিভাষী হইলেও তিনি বাল্মিকী প্রতিভার ভক্ত অনুসারীরূপে মহা-ভারতীয় যৌনাচারকে ভাগবত গীতা চন্দনের প্রলেপে সুরভিত করার ক্ষেত্রে কালিদাসকে হার মানাতে অক্ষম হয়েছেন।

তারপর বঙ্কিমী ভাষা। আমরা বিলক্ষণ জানি, ব্রাহ্মণ্যবাদী বাংগালী হিন্দু সমাজ বাঙলা শিখেছেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজের উদ্যোগে, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান পণ্ডিতদের কাছে। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় হয়েছেন 'পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর' সংস্কৃত ভাষাকে বাঙলা অক্ষরে লেখার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ। বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁরই সফল অনুসারী। অপর একটি দিক থেকেও তিনি বিদ্যাসাগরের অনুসারী হ'তে গিয়ে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন। বঙ্কিমের গল্প উপন্যাসে দেখা যায়, ১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্ক এর বলিষ্ঠ উদ্যোগে রাম-মোহন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দেবীর দেশে আদ্যা-শক্তি ভগবতীরূপে পূজ্যা নারীকে সহ-মরণে বাধ্য করার বর্বর পৈশাচিক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে বিধবারা একটা ভীতিপ্রদ সমস্যারূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর নিজের বিধবা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে, বিধবা বিবাহ আইন-সঙ্গত করে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একটা নয়া অধ্যায় সংযোজন করেছিলেন। রামমোহন-বেন্টিঙ্ক এর প্রতি এটা একটা বলিষ্ঠ সমর্থনও বটে। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনারূপে গণ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ ও 'বিষবৃক্ষে' 'রোহিণী' ও 'কুন্দ নন্দিনীকে' জন সমক্ষে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসাবে একটা সমস্যার উপর সুতীব্র সন্ধানী আলো প্রক্ষেপণ করে জাতি ও সমাজের মন ও মানসকে সমা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ধানের পথে আগুয়ান হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যেই তিনি 'রোহিণী' ও 'কুন্দ-নন্দিনীকে' আসরে নামিয়েছেন অথবা রামমোহন-বেন্টিঙ্ক নীতি ও এর নিষ্ঠাবান সমর্থক বিদ্যাসাগরের কার্যক্রমের 'নেতিবাচক' সমালোচনার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছিলেন তা বিচারের ভার বিশ্ব বিদগ্ধ সমাজের উপর ন্যস্ত রাখাই শ্রেয়ঃ। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী অনার্য্য ও অহিন্দু নিস্পৃহ সমালোচক হিসাবে আমরা মনে করি যে, সতীদাহ প্রথা বিলোপের নেতিবাচক সমালোচনাই বঙ্কিম চন্দ্রের এ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির মূল উপজীব্য।

'ধরিত্রী ও নারী বীরভোগ্যা' এ প্রবচনের বুক জুড়ে যে সত্য নিহিত রয়েছে তারি অনুপ্রেরণায় ভারত-অভিযাত্রী ইসলাম-বিশ্বাসী আরব, তুর্কী, ইরাণী ও পাঠান স্বামী গ্রহণ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের ভারত-নারী সমাজে একটা সংক্রামক ব্যাধির আকার ধারণ করেছিল। সম্রাট আকবরের আমলে রাজপুতনার বীর রাজপুতানীদের মধ্যে এ ব্যাধির সংক্রমন প্রথম শুরু হলেও অতি অল্প দিনের মধ্যে মুসলিম অধিকার বিস্তার লাভের সাথে সাথে এ ব্যাধির প্রকোপও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইসলাম-বিশ্বাসীরা অভিযানপ্রিয় অভিযাত্রী, শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন বীর; নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে তারা সমধিক সচেতন ও সক্রিয়—এরূপ যে একটা মানসিকতা হিন্দু নারী সমাজে দানা বেঁধে উঠেছিল এর প্রতিকার কল্পেই মনে হয় বঙ্কিম চন্দ্র 'দুর্গেশ নন্দিনী' 'রাজসিংহ' 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি গ্রন্থে আয়েষা, তিলোত্তমা, দেবী চৌধুরাণী, চঞ্চল কুমারী প্রমুখ নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বীরত্ব ও শৌর্য্য বীর্য্যের অধিকারী বলে হিন্দু মেয়েই শুধু মুসলমানের গলে বরমাল্য দেয় না বরং হিন্দু বীরের রূপে গুণে চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে আয়েষাও দৃপ্ত কণ্ঠে জগৎসিংহকে লক্ষ্য করে ঘোষণা মুখর হয়ে উঠতে পারে "এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" বলে।

সমালোচনার এ ঘন কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানী যে বঙ্কিম রচনায় নেই তা নয়। গঠনমুলক সমালোচনার বলিষ্ঠতা নিয়ে হয়ত বলা চলে যে, রাজপুত বীর রাজা মানসিংহের মনোভাব ও নীতির অনুসারী রূপে বঙ্কিম চন্দ্র আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সেতুবন্ধ রচনার সুস্থ মন ও মানসিকতা নিয়ে আলোচ্য পুস্তকগুলির নায়ক নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল ও ভীরু। সাম্প্রদায়িকতার ঘন অন্ধকারের বুকে আলোর বন্যা সৃষ্টির যে চেষ্টা বঙ্কিম করেছেন, সেটা নেহাৎ খদ্যোতের আলো। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির আর একটি অবদান 'আনন্দমঠ।'

বাঙলার মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে উত্তর বঙ্গের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর আনন্দমঠ রচিত। বঙ্কিম চন্দ্র দীর্ঘ দিন উত্তর বঙ্গের বিভিন্নস্থানে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে 'আনন্দমঠ' রূপ তাঁর কথার মালার বহুকথা ইতিহাসভিত্তিক; ততোধিক বঙ্কিম চন্দ্রের চোখে দেখা কানে শোনা ব্যাপার। কর্মস্থলে বলেই যেমন বঙ্কিম চন্দ্র উত্তরবঙ্গের কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন, তেমনি উত্তরবঙ্গের মানুষও তাদের ইতিকথাকে বিকৃত ও ধিকৃতকরার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বও তার মধ্যে ছিল। বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বুদ্ধি ও মেধার বহু কসরৎ ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents



কারসাজি সত্ত্বেও বর্তমান শতকে বিশেষ করে স্বাধীনতালাভ ও দেশবিভাগের পর গাঙ্গেয় উপত্যকার এ সমৃদ্ধ অঞ্চল—যা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পৌণ্ড্ররাজ্য—কোচরাজ্য—বর্তমানে উত্তরবঙ্গরূপে পরিচিত—তা অতি প্রাচীন কাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। এর কারণও অস্পষ্ট নয়। উত্তরভাগের হিমালয়ের হিমানী-স্নিগ্ধ কন্দর রাজ্যবাসীদের সমতলভূমিতে প্রবেশ, পূর্ব দিকের অহমরাজ্যবাসীদের ও পূর্বদক্ষিণ ভাগের সমতট ও সুবর্ণভূমি অর্থাৎ বার্মাদেশ বাসীদের উত্তরভারতে গমন এবং সেই পথরেখা ধরে পশ্চিম দিকে স্থলপথে যাতায়াতের এটাই ছিল একমাত্র পথ। এহেন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সম্পদ ও সমৃদ্ধির অবলুপ্ত ও বিকৃত কাহিনী উদ্ধার-চেষ্টারত কোন কোন গবেষক আজ এটাও প্রমাণ করতে চলেছেন যে, স্মরণাতীত কালের কথা বাদ দিলেও বৌদ্ধ ও জৈনদের বহু মন্দির মঠের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্বের ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পূর্ব ভারতের মধ্যে এটাই ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল। এমন কি কোন কোন গবেষক প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, গৌতম বুদ্ধের অমর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক "শ্রাবস্তী" নগরী বর্তমান দিনাজপুর জলপাইগুড়ির মধ্যেই অবস্থিত। সুদূর অতীতের কথা ও কাহিনী এরূপ হলেও পালি যুগের ইতিহাসের উর্বর ক্ষেত্র যে উত্তরবঙ্গই সে সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ চলে না।

হিন্দু মতে এসব আলোচনা পুরানো 'কাসুন্দি ঘাটা' বলে নাক সিটকানো চল্‌লেও পলাশীর প্রান্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বাধীনতা-বিমুখতা ও নিছক 'প্রভু বদলের' ষড়যন্ত্রের সাফল্যের পরও মুঙ্গের ও বক্সার যুদ্ধ ঘটেছিল। মুসলিম নেতৃত্বেই যেমন এসব যুদ্ধ চলেছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঠিক তেমনি মজনু শাহ্ প্রমুখ মোল্লা ফকির ও মোহনলাল-মীরমদনের উত্তরসুরী হিন্দু সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ ও গণঅভ্যুত্থান চলেছিল দীর্ঘ দিন। এ সবের মোকাবিলায় সশস্ত্র অভিযান পরিচালিত হওয়ার সাথে সাথে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে পাহাড়পুর, ভীমের জাঙ্গাল, মহাস্থানগড় ইত্যাদি নির্মাতার উত্তর সুরীদের নয়া ছাঁচে ঢালার উদ্দেশ্যে চরম দাস্য মানোভাবাপন্ন ও অমানুষিক অত্যাচার অবিচার পরিচালনে পটু জমিদার দেবী সিংহের উপর অর্পিত হয়েছিল রাজস্ব আদায়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে মন ও মানস গঠনের জন্য মসি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র। দেবী সিংহের হাতযশের কীর্তি হিসাবে যেমন পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গের জমিদার জোতদার গোষ্ঠি তেমনি ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের তপস্যার ফল 'আনন্দ মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদির মানসপুত্র ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি, কল্যাণীর সন্তান সন্ততি হিসাবে সাক্ষাৎ মিলে বাঙালার কেরানী বাহিনী এবং জমিদার জোতদার গোষ্ঠির কৃতিত্বের পরিচয়বাহী হিসাবে পদ্মা যমুনার ওপাড়ের 'বাহে' রূপে চিহ্নিত উত্তরবঙ্গবাসী। উত্তরবঙ্গ তথা সারা বাঙালার সাধারণ মানুষের মন ও মানস গঠনের ক্ষেত্রে দেবী সিংহ ও বঙ্কিম চন্দ্রের অকৃপণ দান যেমন অপরিমেয় তেমনি আজও তা অত্যন্ত সজীব সচেতনতায় প্রাণবন্ত, গতিশীল।

আমাদের বর্তমান আলোচনা দেবী সিংহের কেচ্ছা-কাহিনী নয় বরং ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের তপস্যা ও তার ফল। সাহিত্য মূল্য অপেক্ষা দেশ ও জাতির মন ও মানস গঠনের একটা সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর পরিচয়বাহী, সর্বোপরি বাস্তবেও এর রূপ ও রং সুস্পষ্ট বলে আমরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents



আনন্দ মঠের, শেষ অধ্যায় দিয়ে দেশ ও জাতির কবর রচনাশৈলীর বিয়োগান্ত পরিণতির যবনিকাপাত করছি :—

"সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমন সময় সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।"

চিকিৎসক কহিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী-পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে মহাত্মন! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতন ধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কাজ সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এমন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণী হত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখন কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন: হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে? তিনি বলিলেন, "না; এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দর দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া যোড় হাতে বাষ্পনিরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"হায় মা! তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ! কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, একথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে; সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম। তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দু ধর্ম বলে তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক; কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এ দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান

www.ahlehadeethbd.org

Contents



নাই, শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোক-শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরাজী শিক্ষায় এ দেশের লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।

ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান, ইংরেজের সাথে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়; যদি এই সময় ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গল করে, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধ কাজে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক, অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেননা, রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থ-সংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস,—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ—"হে মহাত্মন! আমি জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা রাখি না--জ্ঞানে আমার কাজ নাই--আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।"

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ। ইংরেজের রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ; যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর; লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্য-শালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক। সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন, "শত্রু শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ।—শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়—এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে এই খানে এই মাতৃ প্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞান লাভ করিবে চল। হিমালয় শিখরে মাতৃমন্দির আছে। সেই খান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব। এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণু মন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষ মূর্ত্তিশোভিত একে অন্যের হাত ধরিয়াছে। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে!

এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন। বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বহু সমালোচক ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রকে উগ্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই? মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের মাধ্যমে বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি যে ভাব ও ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন তাতে কোরানের বাণীর নিন্দা বিঘোষিত হলেও গীতার শ্রীকৃষ্ণ পাতে উঠেছেন কি?

'যুদ্ধ জয়ের পর' শীর্ষক অধ্যায় তিনি যা বলেছেন!

সকলে বলিল "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্ত কণ্ঠে হরি হরি বল।"

গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া, সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাঁড়ি ফেলিয়া, গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।"

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ণশ্রেষ্ঠ গ্রাজুয়েট হিসাবে উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় হাসিমুখে বঙ্কিম চন্দ্র মুসলমানকে ধর্মান্তরের পর্ব সমাপ্ত করলেও বাস্তবে একজন মুসলমানকেও ধর্মান্তর গ্রহণে সমর্থ হলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পরিত্রাতা বলে বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া হয়ত সম্ভব হ'ত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দু'য়ে চারে নয়, হাজারে হাজারে সকল বর্ণের হিন্দু নর-নারী, বঙ্কিম ধিকৃত ও নিন্দিত ইসলাম গ্রহণ করেছে কেন? এ প্রশ্নের প্রথম ও শেষ জবাব গীতার শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করতে ও সমাজকে গ্রহণ করাতে ইচ্ছুক ছিলেন না; সে পথে তিনি এগুন নি। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকেই অনুসরণের একটা ভীরু প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছিলেন। গীতার পৌরুষ তাঁর কাম্য ছিল না। তিনি শ্রীরাধাভাবেই মশগুল। মুসলিম বিদ্বেষ যতটুকু তিনি প্রকাশ করেছেন তা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসুরী ঈশ্বর গুপ্ত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জগত শেঠ উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ প্রমুখেরই ঐতিহ্য-মণ্ডিত। সহজ কথায় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ-বিমুখতা নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম শক্তিকে পরাভূত করে বিজাতি, বিধর্মী ইংরেজের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে প্রভুবদলের সার্থক ভূমিকা গ্রহণই তিনি করেন। দৃষ্টিকোণকে আরও তীক্ষ্ণ করলে অবশ্যই স্বীকার্য্য হয়ে উঠে যে, ইংরেজী শিক্ষার যাঁতা কলের প্রথম শিকার হিসাবে বঙ্কিম চন্দ্র সনাতন ব্রাহ্মণ্য-বাদ বিশ্বাসীও নয় ইসলাম বিদ্বেষী এবং বিরোধীও নয়।

বর্ণাশ্রয়ী সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে তাঁর জন্ম হলেও তিনি চতুর্থ বর্ণ—শুদ্র অর্থাৎ দাস মনোভাবাপন্ন, ততোধিক আত্মবিস্মৃত, বিভ্রান্ত ( confusd )। তাঁর জীবন ও বাণী একান্ত ভাবে পরস্পর বিরোধী ভাব ও চিন্তার সংঘাতময় ধারা স্রোতের আবর্তের বুকে তৃণগুচ্ছ—একটা বৃন্তহীন পুষ্প। সহজ কথায়, প্রাচী ও প্রতীচীর ভাব ধারার বদহজম জনিত ক্রিয়ার তিনি একটি অসহায় শিকার ( a bundle of contradictions )।

www.ahlehadeethbd.org

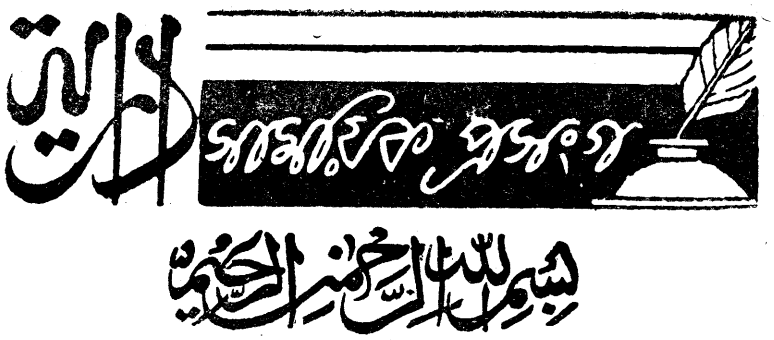


# পরীক্ষা সংকট

বর্তমান পরীক্ষা সংকট সম্পর্কে দৈনিক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকাগুলিতে প্রায় প্রত্যেক দিনই এবং সাময়িকী পত্রিকাগুলিতেও ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, লেকচারার, প্রফেসার, অভিভাবক এবং আরও অনেকের প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ঐ সব প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র হইতে নামকরা ও অজ্ঞাতপরিচয় অনেকেরই প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র আমরা মনোযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ঐ প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রগুলিতে সকলেই বর্তমান পরীক্ষা সংকটকে একটি মারাত্মক রোগ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ রোগ দূর করিবার কোন না কোন ব্যবস্থাও দিয়াছেন। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, এই মারাত্মক ব্যাধিটির মূল কারণ নির্ণয় ও উহার প্রতিবিধান উদ্ভাবনে তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশ লেখকই ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা চালাইবার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু কী ভাবে তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করা যাইতে পারে তাহার কোন কার্যক্রম কেহই পেশ করেন নাই। তাঁহাদের এই উপদেশ বাণী আমাদের মতে প্যানপ্যানানির মত শুনায়। কারণ ছাত্র সমাজ বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রতি উপদেশ খয়রাত করিতে যাওয়া অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কোন ডাক্তার বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে এবং কোন ডাক্তার বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিকে এই সংকটের জন্য দায়ী করিয়া নিজেদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। এই উভয় ডাক্তারেরই সিদ্ধান্ত বাস্তবের বিরোধী। কারণ ঐ মাননীয় ডাক্তার সাহেবরা এই শিক্ষা পদ্ধতিতেই শিক্ষিত এবং এই পরীক্ষা পদ্ধতিতেই পরীক্ষিত হইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের সময়ে কোন পরীক্ষা সংকট দেখা দেয় নাই। ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান পরীক্ষা সংকটের জন্য শিক্ষা পদ্ধতিও দায়ী নহে, পরীক্ষা পদ্ধতিও দায়ী নহে।

আবার কোন ডাক্তার বলেন, শিক্ষার অস্বাভাবিক বিস্তার হইতেছে এই পরীক্ষা সংকটের মূল কারণ। তাই তিনি সার্জারীর ব্যবস্থা দিয়া বলেন যে, শিক্ষা সংকোচনই ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিবিধান। খুব বড় ডাক্তারই বটে! একটি রোগ সারাইতে গিয়া পাঁচটি নূতন রোগ সৃষ্টি করিতে চান তিনি। তাঁহার প্রতিকার-ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে পরীক্ষা সংকট তো দূর হইবেই না; বরং আরও কয়েকটি বৃহত্তর ও গুরুতর সংকট দেখা দিবে। তাঁহার এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ব্যবস্থাটি অনেকটা মাথাব্যথা সারাইবার জন্য মাথা কাটিয়া ফেলার ব্যবস্থার মতই মনে হয়।

এ সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্তব্য এখানে পেশ করিতেছি।

পরীক্ষা-সংকট আসলে শিক্ষা সমস্যারই একটা অংগ। শিক্ষা সমস্যাবলীর মধ্যে পরীক্ষা সংকটের স্থান ও গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাকিস্তান-পূর্ব যুগের পরীক্ষা পরিচালনার প্রকৃতি ও ইতিহাস জানিতে হইবে।

পাকিস্তান-পূর্ব যুগে ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা পরিচালনা মোটেই কোন কঠিন কাজ ছিল না। ম্যাট্রিক বলুন, ইন্টারমিডিয়েট বলুন, ডিগ্রী আর মাষ্টার পরীক্ষাই বলুন—কোন পরীক্ষাই পরিচালনা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথার কোন কারণ তো ছিলই না, এমন কি যাঁহারা পরীক্ষা হলে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা পরিচালনায় লিপ্ত থাকিতেন তাঁহারাও বেশ স্বচ্ছন্দে চেয়ারে বসিয়া থাকিয়াই যথারীতি কর্তব্য পালন করিতে পারিতেন। পরীক্ষার প্রারম্ভে পরীক্ষার্থী দিগকে খাতা বিলি করিত ফার্‌রাশ, বেয়ারা। পরীক্ষা পরিচালকদের প্রথম কাজ ছিল ৪।৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদিগকে প্রশ্নপত্র দেওয়া। তারপর সব খামুশ। পরীক্ষা-হল নিস্তব্ধ। প্রথম দুই ঘণ্টা পরিচালকদের কোন কাজই থাকিত না। তাঁহারা নিশ্চিত মনে ঘুমাইলেও পরিচালনা নিখুঁতই হইত—যদিও তাঁহারা আদতে কেহই ঘুমাইতেনও না; গল্প গুজবে লিপ্তও হইতেন না। সেকালে পরীক্ষার হলে সত্যই কিয়ামতের দৃশ্য বিরাজ করিত। পরীক্ষার্থীরা হয় আপন মনে লিখিয়া চলিয়াছে অথবা সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া ভাবিতেছে, চিন্তা করিতেছে—সামনের খাতায় ভুলিয়াও নযর দিতেছে না। প্রথম দুই ঘণ্টার মধ্যে কদাচিৎ কোন পরীক্ষার্থীর পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইত এবং কদাচিৎ তাহাদিগের পিপাসা লাগিত। পিপাসা লাগিলে ইংগিত মাত্রই বেয়ারা পানির জগ ও গেলাস লইয়া হাযির হইত। দুই ঘণ্টার পরে পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাগজের প্রয়োজন হইলে উহা সরবরাহ করা ছিল পরিচালকের কাজ। আর তাঁহার তৃতীয় ও-শেষ কর্তব্য ছিল পরীক্ষাতে উত্তরপত্রগুলি সংগ্রহ করা। অবশ্য এই ব্যাপারে বেয়ারা ফার্‌রাশ তাঁহার সহায়তা করিত। কাজেই এই কথা বলা অসংগত হইবে না যে, সে কালে পরিচালকের কর্তব্য ছিল বসে বসে পরীক্ষার্থীদের অভাব অভিযোগ পূর্ণ করা। সেকালে কোন পরীক্ষার্থীই দুর্নীতির আশ্রয় লইত না, এমন কথা বলা যায় না। তবে তাহাদের সংখ্যাও ছিল যেমন সামান্য, দুর্নীতির পরিমাণও ছিল অতি নগণ্য। শতকরা মাত্র দুই একজন পরীক্ষার্থী এক আধটি প্রশ্নে অতি সন্তর্পণে নিজেকে অপরাধী জ্ঞানে দুর্নীতির আশ্রয় লইত মাত্র।

আর পাকিস্তানোত্তর কালের কথা। ১৯৫০ সাল। কুষ্টিয়া কলেজ, করটিয়া কলেজ, টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজ ও সিলেট জেলার দুইটি প্রাইভেট কলেজ—এই পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবর অভিযোগ করা হয় যে, ঐ পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ঐ বৎসর ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে দুর্নীতি অবলম্বন করা হয়। সেই সঙ্গে উক্ত এলাকাগুলির প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ১৯৫১ সালের

www.ahlehadeethbd.org

Contents



পরীক্ষায় ঐ কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা পরিচালনার ভার লইতে অস্বীকার করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ পাঁচটি কেন্দ্রে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কলেজ সমূহের ইনস্‌পেক্‌টার ও চারি জন শিক্ষককে এবং ডিগ্রী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য আর পাঁচজন শিক্ষককে প্রেরণ করেন। আমাকে করটিয়া কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যাপক দুর্নীতি কিছু কাল যাবৎ বন্ধ থাকে এবং অল্প বিস্তর দুর্নীতি সহ্য করিয়াই পরীক্ষা-পরিচালিত হইতে থাকে। বর্তমানে উহা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। গত তিন বছর পরীক্ষার্থী ও ইন্‌ভিজিলেটার উভয়েই কোমর কষিয়া দুর্নীতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কোন কোন কেন্দ্রে কোন পরীক্ষার্থী নকল লইতে অস্বীকার করিয়া শিক্ষক ইনভিজিলেটারকে টাকা না দেওয়ায় উক্ত পরীক্ষার্থীর নিকটে নকল স্লিপ ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ভাল ছাত্রদেরকে তিনি ঘায়েল করিতে পারেন নাই। পরীক্ষা শেষে ঐ শিক্ষককে ভাল ছাত্রেরা বেশ উত্তম মধ্যম দিয়াছিল। প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখুন শিক্ষকদের কেহ কেহ এইভাবেও প্রহৃত হইয়াছে। কাজেই এখন শুধু ছাত্ররাই দুর্নীতিবায নয়; অনেক শিক্ষকও এই দুর্নীতিতে বেশ দু' পয়সা রোজগার করিতেছেন। দুর্নীতির শেষ এখানেই নয়।

বোর্ডের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উপর্যুপরি নয় বৎসর হেড একজামিনার হওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেই সময় মরহুম ফযলুর রহমান সাহেব চেয়ারম্যান থাকাকালে এক বৎসর এই ব্যবস্থা করেন যে, পরীক্ষার খাতাগুলির ২৫০ | ৩০০ করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া উহার তিন বা দুই কপি টপ-শীট করিয়া বাণ্ডিলগুলি হেড একযামিনারের বাড়ী পাঠান হয় এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষকদের নাম লেখা খাতাও তাঁহার নিকট পাঠান হয়। হেড একযামিনার নিজে ঐ বাণ্ডিলগুলি নিজ ইচ্ছামত বিলি করেন। কোন্ সেণ্টারের কোন্ কোন্ রোল নাম্বারের খাতা কোন্ পরীক্ষককে দেওয়া হইল তাহা যেন হেড একজামিনার ছাড়া আর কেহই জানিতে না পারে, ইহাই ছিল এই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য। কেন এইরূপ করা হইয়াছিল? যাহাতে পরীক্ষার্থী বা তাহার কোন লোক পরীক্ষকের নিকট গিয়া তাহার নম্বর সম্পর্কে কোন তদ্‌বীর করিতে না পারে এইজন্যই ইহা করা হইয়াছিল ইহার অর্থ এই যে, বোর্ডের কর্মচারীদের নিকট হইতে পরীক্ষকের সন্ধান লওয়া হইত। দুঃখের বিষয়, মাত্র এক বৎসর ঐ ব্যবস্থা চালু ছিল। পরের বৎসরই আবার বোর্ডের কর্মচারীদের উপর খাতা বণ্টনের ভার দেওয়া হয়। কাজেই বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে আর একটি দুর্নীতি এই যে, বোর্ড অফিস হইতে পরীক্ষকের সন্ধান লইয়া বহু পরীক্ষার্থী বা তাহার দালাল বা তাহার অভিভাবকেরা পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা চালাইয়া থাকে। শুধু পরীক্ষকেরই বাড়ী নয়। তাহারা প্রধান পরীক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার অধিকারের দশ নম্বরের উপর ভাগ বসাইতেও কসুর করে না।

১৯৫৬ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আমার প্রধান পরীক্ষক থাকাকালে পরীক্ষার খাতা যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করিয়া ন্যায্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents



নম্বর দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান পরীক্ষককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন পরীক্ষক অতিরিক্ত বেশী অথবা অতিরিক্ত কম নম্বর দিলে তাহাকে ঢাকায় ডাকিয়া আনিয়া খাতাগুলি পুনরায় পরীক্ষা করাইয়া লইতে পারিতেন। প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ মত বোর্ড স্বয়ং ঐ পরীক্ষককে টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়া ডাকিয়া পাঠাইত। ঐ ব্যবস্থার ফলে কোন পরীক্ষক ৫০ নম্বর পাইবার যোগ্য খাতায় ৮০ নম্বর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। এইরূপ কোন কোন পরীক্ষককে রগুড়া রংপুর হইতেও আমাকে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রধান পরীক্ষকের সে ক্ষমতা আর নাই। কাজেই বোর্ড অফিস হইতে পরীক্ষকের নাম সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষকের নিকট গিয়া অসম্ভব বেশী নম্বর হাসিল করা মোটেই অসম্ভব নয়।

তারপর পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থার কথা। পরীক্ষার্থীদের আসনের ব্যবস্থা এত ঘনভাবে স্থাপন করা হয় যে, যে কেহ অনায়াসে আশে পাশের খাতা দেখিয়া নকল করিতে পারে। আসন দেখিয়া মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ যেন পরীক্ষার্থীদিগকে নকল করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে সাধু পরীক্ষার্থীরাও অসাধু হইয়া উঠে। একটি কথা আছে, তালা লাগান হয় সাধুকে চুরির প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ; চোরকে চুরি হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নয়। পরীক্ষায় দুর্নীতি অবলম্বনের একটি কারণ হইতেছে এই আসন ব্যবস্থা।

এই আসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হইয়াছে পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা। প্রাক্ পাকিস্তান যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন ডিগ্রী কলেজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের ছাত্রদের পরীক্ষা নিজেরাই গ্রহণ করিত। উহাতে বিশেষ কোন ঝামেলাই ছিল না। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ভিন্ন আসনে বেশ দূরে দূরে বসান হইত। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সম্মুখে, পশ্চাতে, ডানে ও বামে এত ফাঁক রাখা হইত যাহাতে ইন্‌ভিজিলেটার স্বচ্ছন্দে ঐ সব পথে চলাচল করিতে পারিতেন। সেকালে ঢাকা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কেবলমাত্র ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এলাকার স্কুলগুলির এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। ইন্টারমিডিয়েট বালক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা-কেন্দ্র ছিল ঢাকা, জগন্নাথ ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি। ইসলামিক কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল জগন্নাথ কলেজ কেন্দ্র। ঢাকা কলেজের অধিকাংশ পরীক্ষার্থীকে জগন্নাথ কলেজে এবং জগন্নাথ কলেজের অধিকাংশ পরীক্ষার্থীকে ঢাকা কলেজে পরীক্ষা দিতে হইত এবং ঢাকা ও জগন্নাথ কলেজের বাকী পরীক্ষার্থীগণ ইসলামিক কলেজে পরীক্ষা দিত। পাকিস্তানোত্তর কালে বেশ কয়েক বৎসর ঐ ব্যবস্থা চালু থাকে। হঠাৎ একবার শুনিতে পাই যে, এই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী দিগকে তাহাদের নিজ নিজ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সেই দিনই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, এখন পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হইবে। কারণ, করটিয়া কলেজ পরীক্ষা পরিচালনার সময় প্রথম দিনেই কোন কোন শিক্ষককে দেখিয়াছিলাম ও হাতে নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম পরীক্ষার্থীদিগকে সাহায্য করিতে এবং পরের পরীক্ষাতেই আর্টস পরীক্ষার্থীদের হলে বিজ্ঞান ও কমার্সের শিক্ষককে

www.ahlehadeethbd.org

এবং বিজ্ঞান ও কমার্স পরীক্ষার্থীদের হলে আর্টের শিক্ষককে ইন্‌ভিজিলেটার নিযুক্ত করি। আরও একটি ব্যবস্থা এই করি যে, বিজ্ঞান পরীক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে কমার্স পরীক্ষার্থীদের আসন নির্ধারণ করি। এই কারণে আমাদের মতে পরীক্ষার্থীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে দেওয়া হইতেছে এই ব্যাপক দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

এই প্রসংগে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষাগুলির কথাও আসিয়া পড়ে। প্রাক পাকিস্তানে ঢাকায় আলীয়া মাদ্‌রাসা ছিল না। কলিকাতায় একটি ও সিলেটে একটি, এই দুইটি মাত্র মাদ্‌রাসা ছিল। আলীয়া মাদ্‌রাসা বলিতে আমরা 'কামিল' মাদ্‌রাসাকে বুঝাইতেছি। পাকিস্তানোত্তর কালে ঢাকায় আলীয়া মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। সিলেট ও ঢাকা উভয় মাদ্‌রাসাই গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ও উভয় মাদ্‌রাসাতেই পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। সেকালের আইনে কোন প্রাইভেট আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল না। বরিশালের সরসিনায় আলীয়া মাদ্‌রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐ আইন রহিত করা হয়। তারপর সরসিনা মাদ্‌রাসা পরীক্ষাকেন্দ্রেও পরিণত হয়। পরে এমন একটি ট্রাডিশান গড়িয়া উঠে যে, কামিল মাদ্‌রাসা হইলেই উহা পরীক্ষাকেন্দ্রও হইয়া উঠে। তখন নিজের বাড়ীতে পরীক্ষা গ্রহণের সুবিধা লাভের মতলবে দ্রুত আলীয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা গড়িয়া উঠিতে থাকে। এখন বহু গ্রামেও আলীয়া মাদ্‌রাসা দেখা যায়।

পাকিস্তান হওয়ার কিছু কাল পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, মাদ্‌রাসা পরীক্ষার্থীরা নকল করিতে বেশ সিদ্ধহস্ত। বরিশাল জেলার তৎকালীন স্কুল ইন্‌স্‌পেকটর মরহুম মাহতাবুদ্দীন মাদ্‌রাসা পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে ১৯৫৫ সালের দিকে বলেন যে, পরীক্ষার্থীরা মুদ্রিত নোটের পাতা জুতার মধ্যে করিয়া আনিত এবং উহা পড়িয়া পায়খানায় ফেলিয়া আসিত। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, মাদ্‌রাসা পরীক্ষাগুলিতে ব্যাপক ভাবে দুর্নীতির আশ্রয় লওয়া হইতেছে।

প্রশ্ন উঠে, মৌলবী সাহেবরাও নকল করেন কেন? দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন কেন? এই প্রশ্নই আমি এক দিন করিয়াছিলাম আলীয়া মাদ্‌রাসার একজন প্রবীণ দ্বীনদার শিক্ষককে। তিনি এখন অবসরপ্রাপ্ত। তিনি আফসোসের সাথে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ইসলামী বিদ্যাশিক্ষার গায়াত (غاية) বা উদ্দেশ্যকে বিদায় দিয়া সাধারণ শিক্ষার্থী ছাত্রদের অনুকরণে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কোন ব্যাপারেই জেনার‍্যাল লাইনের ছাত্রদের পশ্চাতে থাকিতে চায় না। জেনার‍্যাল লাইনের ছাত্ররা পলিটিক্‌স্ করে তাহারাও পলিটিক্‌স্ ধরিয়াছে। উহারা 'ছাত্র লীগ,' 'ছাত্র ইউনিয়ন' প্রভৃতি বিভিন্ন দল গঠন করিয়াছে। ইহারাও 'তলাবায়ে আরাবীয়া', 'তোলাবায়ে আরাবীয়া,' প্রভৃতি গঠন করিয়াছে। কাজেই উহারা যখন পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে দুর্নীতির আশ্রয় লইয়াছে তখন ইহারাই বা কেন এই ব্যাপারে উহাদের পশ্চাতে থাকিবে?

## বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি

আলীয়া মাদ্‌রাসার উক্ত সুবিজ্ঞ শিক্ষক সাহেব মাদ্‌রাসা ছাত্রদের দুর্নীতি অবলম্বনের

www.ahlehadeethbd.org

মূল কারণ হিসাবে 'বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বর্জনকেই' চিহ্নিত করেন। আমার মতে ইহা শুধু মাদ্‌রাসা পরীক্ষার্থীদের প্রতিই প্রযোজ্য নহে, সাধারণ শিক্ষা লাইনের পরীক্ষার্থীদের উপরও উহা সমান ভাবে প্রযোজ্য। মাদ্‌রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার 'গায়াত' বা উদ্দেশ্য হইতেছে, ইসলামী শারী'আতের বিধানগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া ইহ-জীবনে সেইমত ঈমান রাখিয়া ও আমাল করিয়া দুন্‌য়া ও আখিরাত উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভ করা। অনুরূপ ভাবে, সাধারণ বিদ্যাগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে, উহা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানসিক বৃত্তিগুলির সুস্থ স্ফূরণযোগে ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া ন্যায়কে গ্রহণ ও অন্যায়কে বর্জন করা। মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীই বলুন আর সাধারণ শিক্ষার্থীই বলুন তাহাদের মধ্যে যাহারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য হইতে যে পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছে তাহারা পরীক্ষাতে সেই পরিমাণে দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া থাকে। প্রশ্ন উঠে, তবে তাহারা কোন্ বিষয়কে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে? উত্তর অতি পরিষ্কার। তাহাদের কর্মপ্রণালী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চাকুরী লাভ করিয়া টাকা পয়সা উপার্জনকেই তাহারা তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা অহরহঃ দেখিতেছে যে, পাসের সার্টিফিকেট না থাকিলে কোন চাকুরীই পাওয়া যায় না। তাই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে পাসের সার্টিফিকেট লাভ করা। এই কারণেই তাহারা সার্টিফিকেট হাসিল করার জন্য মরিয়া হইয়া উঠে; দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কেহ তাহার এই দুর্নীতি অবলম্বন প্রচেষ্টায় বাধা দিতে আসে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। আমাদের বিশ্বাস, **বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিই হইতেছে এত সব দুর্নীতি অবলম্বনের মূল কারণ।**

এখন প্রশ্ন উঠে, বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটিল কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, এই বিভ্রান্তির মূল কারণ হইতেছে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা বর্তমান দুর্নীতিতে ভরা সমাজ। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আবার প্রত্যক্ষ (Immediate) কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হালচাল এবং দূরবর্তী (Remote কারণ হইতেছে সমাজের ধর্মীয় অবস্থা।

## সমাজে অর্থনৈতিক হালচাল

ছাত্রের দল একটু জ্ঞান হইলেই দেখে যে, দুর্নীতির বাজার সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে। প্রায় সকলেই অর্থের ধ্যানে মগ্ন ও অর্থের পূজায় মশগুল হইয়া রহিয়াছে এবং এই অর্থ উপার্জন ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই ন্যায় অন্যায় বাচ-বিচার করে না। কোমলমতি বালক বালিকার দল ঘরে-বাহিরে সর্বত্র দেখে যে, তাহাদের অধিকাংশ গুরুজনই অর্থ উপার্জনের বেলায় অম্লান বদনে মিথ্যা ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। মোড়ল মাতবর মেম্বর প্রেসিডেন্টরা নির্বিকার চিত্তে ধন আত্মসাৎ করিতেছেন এবং মিথ্যা ভাওচার প্রস্তুত করিয়া আইনকে ফাঁকি দিতেছেন। ব্যবসায়ীদের কেহ ভেজাল দিয়া, কেহ স্মাগল করিয়া, কেহ বা ব্ল্যাক করিয়া দেদার ধনসম্পদ লুটিতেছেন। নেতারাও এই ব্যাপারে কম যান না। ছাত্র নেতাই বলুন, শ্রমিক নেতাই বলুন, আর রাজনৈতিক নেতাই

www.ahlehadeethbd.org

বলুন, সকলেরই কামনা-বাসনা, ধ্যান ধারণা যেমন করিয়াই হউক অর্থ উপার্জন আর অর্থ উপার্জন। সমাজের বহু শীর্ষ স্থানীয় ধনীরা চুরির মাল সামলাইয়া ধন বাড়াইয়া চলিয়াছেন। যদি সমাজে চুরির মাল সামলাইবার লোকের অভাব হইত তাহা হইলে আমার বিশ্বাস চুরির পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগেরও কম হইয়া উঠিত। যাহা হউক, আমাদের সরল প্রাণ, নিষ্পাপ বালক বালিকারা অহরহঃ এই সব ঠকামি দেখিতে দেখিতে তাহাদের অন্তরে স্বাভাবিক ভাবেই এই ভাব দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, ধনই এই পৃথিবীতে প্রকৃত সম্পদ এবং ধন অর্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ধন অর্জন ব্যাপারে নীতি মানিয়া ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া চলিতে গেলে এই দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই ভাবে আমাদের ছাত্র সমাজ দেহে দুর্নীতির বিষ সংক্রামিত হইয়া বর্তমানে উহা পরীক্ষা সংকট রোগে পরিণত হইতেছে। আমাদের সমাজ আমাদের ছাত্রদের সম্মুখে যে বিষাক্ত ও মারাত্মক আদর্শ তুলিয়া ধরিতেছে তাহা এড়াইয়া চলা ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব—বিশেষতঃ তাহাদের শিক্ষক ও পরীক্ষ বোর্ড ও যখন স্পষ্ট দিবালোকে দুর্নীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। একটা প্রবাদ-বাক্য আছে,

Example is better than precept : নীতি উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত উত্তম। আমরা বলি, উত্তম ও বেশী শক্তিশালী।

কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের সমাজের অর্থ নৈতিক হালচাল এবং এই সম্পর্কে সমাজের মনোবৃত্তি হইতেছে বর্তমান পরীক্ষা সংকটের একটি কারণ। ইহার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া।

## ছাত্রদের রাজনীতি

গত মাসের সাময়িক প্রসংগে আমরা বলিয়াছিলাম যে, রাজনীতি করা একটি অতি উৎকট নেশা। হাদীসে যেমন বলা হইয়াছে যে, দুই প্রকার হিংসা ভাল, বাকী সব রকম হিংসা খারাপ ; সেইরূপ আমরা বলি, নিজ নিজ কর্তব্য পালনের নেশা প্রশংসার্হ এবং এবং অপরের উপযোগী নেশা নিন্দার্হ। রাজনীতি সকলেই করুন, দোষ নাই—কিন্তু এই রাজনীতি তখনই ফলপ্রসূ হইবে যখন উহাকে নিজ নিজ দলের উন্নতি ও মংগল সাধনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। শ্রমিকেরা রাজনীতি করিতে চাহিলে তাঁহাদের রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের সীমার মধ্যে। ছাত্রেরা রাজনীতি করুক। কিন্তু তাঁহাদের রাজনীতি সীমাবদ্ধ হইতে হইবে তাঁহাদের শিক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা, শিক্ষার পরিধি প্রসারিত করা ইত্যাদির মধ্যে। শিক্ষকেরাও রাজনীতি করুন তাঁহাদের উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য তাঁহাদের অভাব অভিযোগ নিরসনের জন্য। বিভিন্ন দলের রাজনীতি হইবে বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন দলই অপর কোন দলের লেজুড় হইবে না। দুঃখের বিষয় আমাদের শাসন ক্ষমতা লাভেচ্ছু রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের শ্রমিক দলগুলিকে এবং আমাদের ছাত্রদলগুলিকে নিজেদের লেজুড় হিসাবে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং আমাদের শ্রমিক ও ছাত্র দলগুলিও রাজনৈতিক দলগুলির লেজুড় হইয়া ধন্য বোধ করিতেছেন। ইহাই হইতেছে ছাত্রদের একটি মারাত্মক ভুল। তাহাদের উচিত সকল রাজনৈতিক দলের উর্ধে থাকিয়া তাহাদের নিজেদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents



স্বাতন্ত্র্য সমুন্নত রাখা। সকল রাজনৈতিক দল সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা। ছাত্রদের কর্তব্য হইবে যখন যে কেহ ক্ষমতায় আসীন থাকেন তাঁহাদের নিকট হইতে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা। কিন্তু ছাত্রেরা তাহা না করিয়া রাজনৈতিক দলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া বসিতেছে তাহারা তাহাদের নিজেদের কর্তব্য তথা লেখা পড়ায় মনোযোগ না দেওয়ার কারণে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে আসে এই পরীক্ষা সংকট।

এখন প্রশ্ন উঠে, আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই অবস্থা সৃষ্টি হইল কেন? আমরা বলিব, ইহার মূল কারণ হইতেছে ধর্মীয় শিক্ষা, ধর্মীয় আচরণ ও ন্যায়নীতি সম্পর্কে ঔদাসিন্য, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের মূল্যবোধের অভাব। সহস্র প্রকার লোভ দেখাইয়া এবং লক্ষ প্রকার শাস্তির ভয় দেখাইয়াও মানুষকে সাধু করা যায় না—যে পর্যন্ত না তাহার অন্তরকে সাধুতার প্রতি আকৃষ্ট করা না হয়। বার বার জেল খাটিয়াও চুরি হইতে মানুষ নিবৃত্ত হয় না—যদি না তাহার অন্তরে চুরি করার প্রতি চরম ঘৃণার উদ্রেক না হয়।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত এই যে, বর্তমান পরীক্ষা সংকট দূর করিতে হইলে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিতে হইবে।

১। কোমলমতি বালক বালিকাদের অন্তরে বাল্যকাল হইতেই কর্তব্যবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং তাহাদিগকে মূল শিক্ষা ও আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া গড়িয়া উঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকন্তু বাল্যকাল হইতেই তাহাদের সম্মুখে নৈতিকতার উৎকর্ষ ও নীতিহীনতার বিষময় ফল স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

২। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সকল প্রকার দুর্নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। কোন দুর্নীতি তাহারা একান্তই ত্যাগ করিতে অক্ষম হইলে তাঁহারা উহা বালক বালিকাদের জ্ঞাতসারে করিবেন না। যথা তাঁহাদের কেহ সিগারেট পানে অভ্যস্ত হইলে ছেলেমেয়েদের সামনে উহা পান করিবেন না।

৩। কর্তব্যপরায়ণ সাধু সজ্জন দেখিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। কেবলমাত্র পরীক্ষার পাস দেখিয়া শিক্ষক নিয়োগ করা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তেমনি শিক্ষকদের জন্য উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছাত্রবেতন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে হইবে। অভিভাবকের পকেটে টান না পড়িলে কোন অভিভাবকই ছেলেমেয়েদের সুষ্ঠু শিক্ষার প্রতি সচেতন হইতে পারেন না।

৪। ছাত্রদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাকেন্দ্রে ঐ ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক আসনের চারিপার্শ্বে অন্ততঃ তিন ফুট করিয়া শূন্য স্থান রাখিতে হইবে, যাহাতে ইন্‌ভিজিলেটার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সম্মুখ, পশ্চাৎ ও উভয় পাশ দিয়া যাতয়াত করিতে পারেন। পরীক্ষার জন্য লম্বা বেঞ্চ ব্যবহার করা হইবে না, আর ব্যবহার করা হইলে একটি বেঞ্চে মাত্র একটি ছেলেরই আসন করিতে হইবে।

প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রে স্থানীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে এক বা একাধিক পর্যবেক্ষক নিযুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents



করিতে হইবে। ইন্‌ভিজিলেটার যাহাতে দুর্নীতি অবলম্বন না করেন তাহা দেখাই হইবে এই পর্যবেক্ষকের কর্তব্য। পর্যবেক্ষককে তাঁহার কাজের জন্য অবশ্যই অ্যালাউন্স দিতে হইবে।

৫। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহাদের যোগ্যতা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দখিতে হইবে! কমপক্ষে তিন চতুর্থাংশ পরীক্ষক গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজ হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে।

৬। পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলি যথারীতি বাণ্ডিল বাঁধিয়া তিনটি করিয়া টপশীটসহ এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষকদের নামধাম লিখিত খাতাটি প্রধান পরীক্ষককে দেওয়া হইবে। প্রধান পরীক্ষক বাণ্ডিলগুলি নিজে বিলি করিবেন। ফলে কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতা কোন্ পরীক্ষক পাইলেন তাহা প্রধান পরীক্ষক ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিবেন না। মরহুম ফযলুর রহমান চেয়ারম্যান থাকাকালে একবৎসর এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা মোটেই নূতন নহে।

৭। পূর্বে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, পরীক্ষকদিগকে খাতা দিবার পূর্বে প্রত্যেক পেপারের পরীক্ষকদের একটি সভা করা হইত। ঐ সভায় প্রধান পরীক্ষক তাঁহার লিখিত নির্দেশাবলী পরীক্ষকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। পরীক্ষকগণ ঐ নির্দেশ মত খাতা পরীক্ষা করিতেন। পূর্বের ঐ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করিতে হইবে।

৮। পূর্বে ইহাও রীতি ছিল যে কোন পরীক্ষক যদি প্রধান পরীক্ষকের নির্দেশ মত নম্বর না দিয়া খেয়াল খুশী মত অত্যধিক বেশী বা অতন্ত কম নম্বর দিতেন তাহা হইলে প্রধান পরীক্ষকের ঐ নির্দেশমত বোর্ড ঐ পরীক্ষককে প্রধান পরীক্ষকের নিকট আসিয়া খাতাগুলি পুনরায় দেখিয়া দিবার জন্য টেলিগ্রাম করিত। পরীক্ষক যদি না আসিতেন তাহা হইলে প্রধান পরীক্ষক ঐ খাতাগুলি হইতে যে সব খাতা পুনরায় পরীক্ষা করা অপরিহার্য মনে করিতেন সেই খাতাগুলি স্থানীয় কোন পরীক্ষককে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতেন। এই ভাবে পরীক্ষিত খাতাগুলি বাবদ পারিশ্রমিক মূল পরীক্ষককে না দিয়া দ্বিতীয় পরীক্ষককে দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হউক।

৯। সর্বশেষে ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এই যে, ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

# জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

ডিসেম্বর মাস

## যিলা ময়মনসিংহ

**আদায় মারফত শায়েখ মাহ: বেলায়েত হোসেন ইকবালপুর জামালপুর**

৪০। হাজীপুর শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস ফিৎরা ১৲ ৪১। খান মোহাম্মদ, শরিফপুর এককালীন ১৲ ৪২। হাজী মোহাঃ শওকতুল্লাহ শরিফপুর এককালীন ৮৯৲ ৪৩। মোহাঃ এব্রাহিম হোসেন সরকার যাকাত ২৲ ৪৪। আবদুস সালাম মিঞা জামালপুর এককালীন ২৲ ৪৫। হাজী মোহাঃ জসিম উদ্দিন মুন্সী ইকবাল পুর এককালীন ২৲ ৪৬। ড: আবদুস সালাম খান জামালপুর এককালীন ৩৲ ৪৭। আবদুল মজীদ মিঞা ক্লথ মার্চেন্ট জামাল পুর যাকাত ৫৲ ৪৮। আবদুল গফুর ক্লথ মার্চেন্ট জামাল পুর যাকাত ২৲ ৪৯। আবদুল মান্নান বি,এ ইকবাল পুর, জামালপুর এককালীন ১৲ ৫০। আলহাজ্জ মোহাঃ নুরুল হোসেন সরকার ইকবালপুর জামালপুর যাকাত ৫০৲ ৫১। কবীরাজ মোহাঃ সাত্তার হোসেন কল্পতরু আয়ুর্বেদ কুটীর জামালপুর যাকাত ৫৲ ৫২। আলহাজ্জ মোহাঃ কছির উদ্দিন সরকার, ইকবালপুর জামালপুর যাকাত ২০৲ ৫৩। মোহাঃ মতীয়র রহমান ইকবালপুর, জামাল পুর যাকাত ২৲ ৫৪। মোহাঃ মজীবর রহমান বিএ, বি এল ইকবালপুর জামালপুর যাকাত ২৲ ৫৫। আলহাজ্জ আবদুল হালীম মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৫৬। ডাঃ মোহাঃ মতীউল্লাহ আমলা পাড়া, জামালপুর ফিৎরা ১৲ ৫৭। সেখ বেলায়েত হোসেন ইকবালপুর জামালপুর যাকাত ২৲ ৫৮। খালেদা বেগম কেয়ারফ সেখ বেলায়েত হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৫৯। ইকবালপুর শাখা-জমঈয়ত আহলে হাদীস ফিৎরা ৩০৲ ৬০। মোহাঃ আঃ ওয়াহেদ মিঞা আমলাপাড়া, জামালপুর যাকাত ৫৲ ৬১। সেক্রেটারী ইকবাল পুর উন্নয়ন সমিতি জামালপুর এককালীন ৫৲ ৬২। আলহাজ্জ ডাঃ মোহাঃ কামরুল ইসলাম সেকান্দার হোমিওহল জামালপুর যাকাত ২৲ ৬৩। আবদুল ওয়াহেদ মিঞা, ইকবালপুর এককালীন ১৲ ৬৪। হালিমা খাতুন কেয়ারফ এস বেলায়েত হোসেন ইকবাল পুর জামালপুর যাকাত ১৲।

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৬৫। মোঃ জয়েন উদ্দিন সরকার সাং সিন্দুর তলী পোঃ গিলাবাড়ী ফিৎরা ৬৲ ৬৬। মোহাঃ তোরাব আলী প্রামানিক প্রেঃ ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস সাং ও পোঃ ডাকাতিয়া ফিৎরা ৪০৲ কুরবানী ৫৲ ৬৭। ডাঃ আবদুল জব্বর জোড়খালী মুসলিমবাদ মাদারগঞ্জ কুরবানী ২৲ ৬৮। মোহাঃআবদুল সবহান মাষ্টার সাং রায়ের পাড়া পোঃ উলিয়া বাজার ফিৎরা ১৲ ৬৯। মোহাঃ আনিছুর রহমান সাং ও পোঃ গুয়াডাঙ্গা ফিৎরা ৫৲

## যিলা টাঙ্গাইল

১। মৌঃ আবদুস ওয়াহেদ জাহাঙ্গির নগর পোঃ কাঞ্চনপুর যাকাত ০৲ ঐ দফে যাকাত ১৮'৫০ ২। এ, রউফ মিঞা সাং ও পোঃ কাঞ্চনপুর ফিৎরা ২৪'৫৫ ৩। মোহাঃ হাসান আলী সাং ইসাপাশা পোঃ চৌবাড়িয়া ফিৎরা ১০৲ ৪। হাজী মুসলিমুদ্দিন মোল্লা মার্ফত মঃ আবদুল কাদের সাং কুকুরিয়ারচর পোঃ খাশ শাহজানী যাকাত ২৫৲ ৫। মোহাঃ মুবারক হোসেন সরদার সাং খাটরা পোঃ কাউলজানী ফিৎরা ২'৩০ ৬। মোঃ আবুল হোসেন মিঞা সাং কালিয়ান পোঃ কাউলজানী ফিৎরা ৮৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents



মতীন বি, এ, বি, টি—বি,টি স্কুল ফিংরা ৫৲ ৮। মোহাঃ সাইফুল ইসলাম সাং ভাতকুরা পোঃ মহেরা ফিংরা ৫৲ ৯। মওঃ আবদুল কাদের সালাফী ইমাম ফিংরা ৫৲ ১০। মওঃ আবদুল কাদের সালাফী মারফত কুকুরিয়া জামাতের ফিংরা ১৫১'৭৫।

## যিলা কুষ্টিয়া

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে

১। এম, এ, রহমান প্রোঃ বান্ধব মেডিক্যাল হল জানিপুর, যাকাত ১০৲ ২। শেখ মোহাঃ নছিরউদ্দিন ফিংরা ২৲ ৩। মওঃ আবদুল জব্বার যাকাত ১০৲ ৪। হাজী মোহাঃ জেহের আলী সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী যাকাত ৩০৲ ৫। দুর্গাপুর জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুস সামাদ পোঃ কুমারখালী ফিংরা ২৫৲ ৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সামাদ দুর্গাপুর পোঃ কুমারখালী যাকাত ২৫৲

## যিলা পাবনা

আদায় মারফত ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব প্রেসিডেন্ট পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

১। শাইখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম আটুয়া পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ফিংরা ৫'৫০ ২। হাজী মোহাঃ কফিল উদ্দিন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ৩। মোহাঃ আফির হুসাইন রাঘবপুর পাবনা টাউন এককালীন ২৲ ৪। হাজী মোহাঃ ফখরুল ইসলাম খান পলিয়ানপুর যাকাত ৫৲ ৫। মোহাঃ মনছুর আলী প্রাং শালগাড়িয়া যাকাত ২৲ ৬। আলহাজ মোহাঃ তোরাব আলী সরদার যাকাত ১০০৲ ৭। আবদুস সামাদ শিবরাম পুর যাকাত ১৫৲ কুরবানী ৩৲ ৮। মোঃ মোঃ মুজীবর রহমান সাং মুকুন্দপুর পোঃ দোগাছী যাকাত ২৲ ৯। মোহাঃ ইজীবর রহমান সাং চর কুলবিয়া পোঃ দোগাছী অন্যান্য ৫৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ মঝহারুল হক সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ৫৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ আকবর আলী খান ঠিকানা ঐ যাকাত ৪০৲ ১২। আবদুল কাদের রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ৫৲ ১৩। আলহাজ আহমদ আলী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৩০০৲ ১৪। আলহাজ মোহাঃ মনছুর আলী শিবরাম পুর পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ১৫। আলহাজ মোহাঃ শামসুদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১০০৲ ১৬। মোহাঃ আবদুল জলিল মোল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ১৭। মোহাঃ শওকত আলী শালগাড়িয়া পাবনা টাউন যাকাত ১০৲ ১৮। মোহাঃ তৈয়ব আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ১৯। মোহাঃ তাফাজ্জল হোসেন শিবরামপুর পাবনা টাউন যাকাত ২০৲ ২০। মরহুম আলহাজ আসিরউদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ২১। মোহাঃ আয়াতুল্লাহ মুছল্লী ঠিকানা ঐ যাকাত ৭৲ ২২। মোহাঃ মুখতার হোসেন রাঘব পুর পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ২৩। আবদুল জব্বার সাং খয়েরসুতী দোগাছী যাকাত ১২'৫০ ২৪। ডাক্তার মোহাঃ আলতাফ হোসেন পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ২৫। আলহাজ মোহাঃ তোরাব আলী রাঘবপুর পাবনা টাউন ১০০৲ ২৬। আবদুল মান্নান সাং কুলবিয়া পোঃ দোগাছী যাকাত ৩০৲ ২৭। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন সাং শালগাড়িয়া পাবনা টাউন যাকাত ৭৲ ২৮। মোহাঃ সাদেক আলী মোল্লা পাবনা বাজার যাকাত ১০৲ ২৯। মোহাঃ আবদুল আজিজ খান রাঘবপুর পাবনা টাউন যাকাত ১৫৲ ৩০। মোহাঃ মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲

অফিসে মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৩১। মৌঃ মোহাঃ রহিমুল্লাহ আজাদ সাবডেপুটি কালেক্টর সিরাজগঞ্জ ফিংরা ১০৲ ৩২। মোহাঃ নওসের আলী প্রামাণিক সাং চর কামারখন্দ পোঃ বৈদ্যগ্রামতৈল ফিংরা ১০৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ এব্রহিম সাং মুকছেদপুর পোঃ ও জিলা পাবনা ফিংরা ৪০৲ ৩৪। মুন্সী আবু সাঈদ সাং স্থলচর পোঃ স্থল, ফিংরা ৬০৲ ৩৫। চরকুসা বাড়ী জামাত হইতে মারফত মোঃ হোসেন আলী পোঃ ধামাইচ ফিংরা ৩০৲ ৩৬। বোয়াল কান্দির চর জামাত হইতে মারফত মুন্সী মোঃ ফজলু রহমান পোঃ স্থল ফিংরা ৫০৲ ৩৭। ডাঃ মুফজ উদ্দিদ আহমদ সাং চরদশসিকা পোঃ বৈদ্যগ্রামতৈল ফিংরা ২০৲ ৩৮। মোহাঃ জোনাব আলী বৈদ্যগ্রামতৈল ফিংরা ২০৲ ৩৯। আকবর আলী সাং ও পোঃ বৈদ্যগ্রামতৈল ফিংরা ১৬৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents



# যিলা রাজশাহী

দফতরে ও মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোঃ ইয়াছিন আলী সেক্রেটারী আলী নগর জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ ২। মুন্সী সিদ্দিক আহমদ সাং পরিশা পোঃ মালসেরা ফিৎরা ৫৲ ৩। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন সাং ইসলামপুর পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ৯'৭০ ৪। মোঃ মোহাঃ আবুল কাছেম ও বদিউজ্জামান মণ্ডল কালীনগর ফিৎরা ৪৲ ৫। আবদুর রহমান সরকার, মুশিন্দা মাঝপাড়া পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ৫৲ ৬ বালুটঙ্গী কোরকানিয়া মাদরাস পোঃ আলিমপুর ফিৎরা ৫'৭০ ৭। আলহাজ্জ মোহাঃ নায়েব আলী সরকার সাং কচুয়া পোঃ নন্দনালী যাকাত ১০৲ ৮। মোহাঃ খায়রুল আনাম সাং ও পোঃ ধোপাঘাটা ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ তছিরউদ্দিন প্রাং সাং হলুদঘর পোঃ নওহাটা হাট ফিৎরা ১০৲ ১০। মোহাঃ মানিকুল্লাহ সরদার সাং চান্দপুর পোঃ পাকচান্দপুর ফিৎরা ৫৲ ১১। মোহাঃ শাহজাহান সাং ও পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১০৲ ১২। মোহাঃ হানিফুদ্দিন প্রাং সাং শিতলাই পোঃ ভটখালী ফিৎরা ৫৲ ১৩। আবদুল হামীদ সাং ও পোঃ নন্দনালী ফিৎর ২০৲ ১৪। মোহাঃ শওকত আলী প্রাং সাং ক্ষিদ্রকালিকাপুর পোঃ কাশিমপুর ফিৎরা ১০৲ ১৫। মওঃ মোহাঃ তাবারাক উল্লাহ সাং দস্তানাবাদ পোঃ জিউপাড়া ফিৎরা ১০৲ ১৬। মুন্সী মোহাঃ বিল্লাল উদ্দিন সাং দাড়িপাতা পোঃ আলী নগর ফিৎরা ৫৲ ১৭। মোহাঃ ফারাতুল্লাহ ফৌজদার মতায়াল্লি নামোপাড়া জামে মসজিদ সাং হামির কুৎসা পোঃ গোয়াল কান্দি ফিৎরা ১৪৲ ১৮ নূর মোহাম্মদ মণ্ডল, মির্জাপুর পোঃ কাজলা ফিৎরা ৫৲ ১৯। মোহাঃ মুজীবর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৭৲ ২০। আবদুল মালেক মিঞা সাং পারইল পোঃ পোরশাদিপুর ফিৎরা ২৲ ২১। জমির উদ্দিন আহমেদ সাং হবিদেবপুর পোঃ তালন্দা ফিৎরা ৩৲ ২২। মোহাঃ আমজাদ আলী মিঞা ঠিকানা ঐ অন্যান্য ৭৲ ২৩। আলহাজ মওঃ আবদুল গণী সাং হালালপুর পোঃ নামোশঙ্কর বাটী এককালীন ১৫৲ ২৪। মওঃ মোহাঃ হোসেন সাহেব চাপাই নবাবগঞ্জ বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় মহকুমা জমঈয়ত পক্ষে ফিৎরা ২০০ ২৫। খন্দকার মোহাঃ আবুল কাসেম সাং কিশর পোঃ হাটরা ফিৎরা ৩৲ ২৬। মোঃ বাহার আলী সাং হাটরা কাঠের ডাঙ্গা পোঃ পাঁজর ভাঙ্গা ফিৎরা ২০৲ ২৭। হাজী মোহাঃ আইয়ুব হোসেন সাং পাকা পশ্চিমপাড়া পোঃ রাধাকান্তপুর ফিৎরা ১৫৲।

# যিলা বগুড়া

আদায় মারফত মোহাঃ আকেল মাহমুদ সরকার সাং তরফ সরতাজ

১। আবু সালেহ মোহাঃ রফিকুল ইসলাম সাং হামীদপুর পোঃ গাবতলী এককালীন ১৲ ২। মোহাঃ কাসেম আলী সরকার সাং হামীদপুর খলিসাপাড়া কুরবানী ৩৲ ৩। আলহাজ মোহাঃ গোলাম রহমান মণ্ডল সাং হামীদপুর পোঃ গাবতলী কুরবানী ৫৲ ৪। মোহাঃ রহিম বখশ প্রাং পদ্মপাড়া কুরবানী ৫৲ ৫। মোহাঃ রজবুল্লা ফকির তরফ সরতাজ কুরবানী ৩৲ ৬। মোহাঃ আকেল মাহমুদ সরকার তরফ সরতাজ ফিৎরা ৭৲ কুরবানী ৩৲ ৭। দক্ষে ঐ ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ৮ রজবুল্লা ফকির তরফ সরতাজ ফিৎরা ৩৲ কুরবানী ২৲ ৯। মোহাম্মদ আলী সোনার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ২৲

আদায় মারফত মোঃ মোঃ ফহিম উদ্দিন আখুঞ্জি সাং হুয়াকুয়া

১০। মোহাঃ মকবুল হোসেন বেপারী সাং হুয়াকুয়া কুরবানী ৩৲ ১১। মোহাঃ ছায়েদ আলী আখন্দ হাটসের পুব করমজ পাড়া জামাত হইতে ফিতরা ৫৲ ১২। তমিজান নেসা বিবি কেঃ ফহিমউদ্দিন আখুঞ্জি যাকাত ১৲ ১৩। আবদুল গণী সরকার সাং হুয়াকুয়া ফিতরা ৩০৲ ১৪। নিশ্চন্তপুর জামাত হইতে মোহাঃ আসগর আলী প্রাং ফিতরা ২৫৲ ১৫। মিস্ত্রনের পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ মুজীবর রহমান পোঃ পাকুল্লা ফিতরা ১০৲ ১৬। পদ্মপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ ফহিমউদ্দিন মণ্ডল ফিতরা ২৲ ১৭। সানবান্দা জামাত হইতে মোহাঃ মহিউদ্দিন

www.ahlehadeethbd.org

Contents



পোঃ হাটসের পুর ফিতরা ৫৲ ১৮। সানবান্দা জামাত হইতে মুন্সী মোহাঃ মেহের উদ্দিন ফকির ফিতরা ৫৲।

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১৯। মৌঃ মোহাঃ আযিযুর রহমান সাং দেবলা পাড়া পোঃ কোলগ্রাম এককালীন ৫৲ ২০। মোহাঃ লুৎফর রহমান সেকসন অফিসার বগুড়া অন্যান্য ১৲ ২১। মোহাঃ কলিম উদ্দিন ক্লার্ক ফৌজদারী কোর্ট ফিতরা ১০৲ ২২। মওঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী ফিতরা ১৫৲ ২৩। এম, এ, করিম এ্যাডভোকেট বগুড়া কোর্ট যাকাত ১০৲ ২৪। আলহাজ শেখ ময়েন উদ্দিন আহমদ খোর্দ বলাইল ফিতরা ২৪৲১০ ২৫। মোহাঃ ছমির উদ্দিন মুন্সী ফিতরা ৪৲৮৫ ২৬। আবদুর রউফ মণ্ডল সেক্রেটারী চকবিলা শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস পোঃ জামালগঞ্জ ফিতরা ৫৲ ২৭। মোহাঃ আমির উদ্দিন খান সাং দাশরা মাল্লিগাড়ী পোঃ ক্ষেতলাল ফিতরা ১০৲ ২৮। আবুল হোসেন সরকার সাং ইলতা পোঃ মোলমগাড়ী হাট ফিতরা ৫৲ ২৯। এস, এম, আমজাদ হোসেন সরদার সাং দিঘলকান্দি পোঃ সারিয়াকান্দি ফিতরা ১৫৲ ৩০। মোহাঃ মনছুর রহমান সাং পলিকাদুয়া পূর্ব পাড় পোঃ বানিয়াপাড়া ফিতরা ৫৲ ৩১। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন ঠিকানা ঐ ফিতরা ৫৲ ৩২। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ আলী মিঞা বি, এ, বি, এড, সাং তরফমেরু পোঃ গাবতলী ফিতরা ১০৲ ৩৩। আবদুর রহিম সওদাগর সাং ও পোঃ জামালগঞ্জ ফিতরা ১০৲ ৩৪। এম, এ, সাত্তার সাং উনচরকী পোঃ গাবতলী ফিতরা ৫৲২০ ৩৫। মোঃ আজিজুর রহমান সাং পিরা পথ পোঃ নিমগাছী এককালীন ৫৲ ৩৬। মোহাঃ আবদুস সাত্তার সাং জয়ভোগা পোঃ গাবতলী ফিতরা ৫৲ কুরবানী ২০৲ ৩৭। মোহাঃ রইস উদ্দিন মণ্ডল সাং ও পোঃ কালাই ফিতরা ৫৲৫০ ৩৮। মোহাঃ আলতাফ হোসেন সারিয়া কান্দি ফিতরা ১২৲ ৩৯। মোহাঃ বাসেম আলী গাবতলী ফিতরা ৬৲ ৪০। মোহাঃ আবদুর রউফ সাং সারাই পোঃ পুনট ফিতরা ৫৲ ৪১। মওঃ মোহাঃ উসমান গণী শিক্ষক মুস্তফাবিয়া মাদ্‌রাসা ফিতরা ১২৲ ৪২। হাজী মোহাঃ নবির উদ্দিন ফকির কেঃ মোহাঃ হালিমউদ্দিন ক্লার্ক বগুড়া কালেকটরেট ফিতরা ১০৲ ৪৩। আবদুল মালেক সরকার সাং জয়ভোগা পোঃ বেগুনি ফিতরা ৩৲।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

# আরাফাত সম্পর্কে একটি আবেদন

বিদায় হজ্ব অন্তে জবাল আরাফাতের উপত্যকায় রসূলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের যে সাম্য মৈত্রী ও ঐক্যের বাণী বুলন্দ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আদর্শের মূলে সকল বিভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া আজও মুসলিম জাতি মহীয়াণ গরীয়ান ও শক্তিদৃপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। মুসলিম সংহতির সেই বাণী বাঙলা ভাষাভাষী প্রতিটি ঘরে পৌঁছাইবার ব্রত পালন করিয়া চলিয়াছে—

**মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত**

# সাপ্তাহিক আরাফাত

এই আদর্শনিষ্ঠ পত্রিকাটি পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের বিঘোষিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ও মহিমান্বিত করিতে চায়। প্রাদেশিক, শ্রেণীভিত্তিক, গোত্রীয় ও ভাষাগত সকল বৈষম্যকে চূর্ণ করিয়া ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফির্কাবন্দীর সকল অহমিকা দূর করিয়া সকল তওহিদপন্থী জনতা ও নেতাকে এক অটুট ঐক্যসূত্রে ঐক্য জোটে বাঁধিতে চায়।

যারা এই আদর্শকে মনে প্রাণে ভালবাসেন উহার বাস্তব রূপায়ণ কামনা করেন তারা এই পত্রিকার গ্রাহক হউন, পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করুন এবং গ্রাহক বাড়াইবার ব্যবস্থা করুন, ইহা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব।

## এজেন্টগণের জ্ঞাতব্য

আরাফাতের এজেন্টগণের অনেকের নিকটেই বহু টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক তাকীদ করিয়াও বেশ কিছু সংখ্যক এজেন্ট এখনও সম্পূর্ণ টাকা শোধ করিতেছেন না। ইহার অন্যতম কারণ যারা তাদের নিকট হইতে পত্রিকা নেন তারা তাদের পাওনা নিয়মিত শোধ করেন না। সুতরাং তাদের নিকটেই আমাদের প্রথম আরয, মেহেরবানী পূর্বক আপনাদের নিকট এজেন্টের মাসিক সামান্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই প্রাপ্য যথাসময় পরিশোধ করিবেন। অন্যান্য পত্রপত্রিকার ন্যায় কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তন ও পালন করি নাই। কিন্তু এখন আমরা ঘোষণা করিতে বাধ্য যে, আমাদের উপায় নাই। আমরা এজেন্টগণের নিকট হইতে এক মাসের প্রাপ্য পরবর্তী মাসের শেষ তারীখের মধ্যে না পাইলে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব। এখন হইতে প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহেই পাঠান হইবে। ১৫ তারীখের মধ্যে টাকা আমাদের হস্তগত হইলে আমরা অতিরিক্ত শতকরা ৫ টাকা কমিশন দিব।

পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি উৎসাহিত করার জন্য আমরা কমিশনের হার সংখ্যানুপাতে বৃদ্ধি করিলাম।

## কমিশনের নয়া হার

৫ হইতে ২৫ কপি পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় শতকরা ২৫ টাকা, ২৬ হইতে ৫০ কপি পর্যন্ত শতকরা ৩০ টাকা, ৫১ হইতে ১০০ কপি পর্যন্ত শতকরা ৩৫ টাকা, ১০০ ও তদূর্ধে শতকরা ৪০ টাকা,

ইহার উপর প্রত্যেক মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারীখের মধ্যে পরিশোধ করিলে শতকরা আরোও ৫ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে।

## বিভিন্ন শহর বন্দরে এজেন্ট চাই

বর্তমানে আমাদের নিম্নলিখিত শহর বন্দর ও জনপদে আরাফাতের এজেন্ট রহিয়াছে ঃ

**জিঃ রংপুর ঃ** রংপুর, গাইবান্ধা, চাপাদহ, হারাগাছ, সেরুডাঙ্গা, বোনারপাড়া, জুমারবাড়ী, শটিবাড়ী, হাতিবান্ধা, পরশুরাম ও নজরমামুদ। **জিঃ রাজশাহী ঃ** রাজশাহী, চাপাই নওয়াবগঞ্জ ও পাঁশুরিয়া। **জিঃ দিনাজপুর ঃ** দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, বিরল। **জিঃ বগুড়া ঃ** বগুড়া, ফুলকোট, জামালগঞ্জ ও বানিয়াপাড়া। **জিঃ ময়মনসিংহ ঃ** ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শরিষাবাড়ী, ভৈরব ও বল্লা। **জিঃ খুলনা ঃ** খালেশপুর, ঝাউডাঙ্গা, পাইকগাছা। **অন্যান্য জিলা ঃ** পাবনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমারখালী (কুষ্টিয়া), মুড়াপাড়া (ঢাকা)।

অন্যান্য সহর বন্দর ও জনপদে এজেন্ট প্রয়োজন। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতিটি কপির জন্য ১'০০ করিয়া অগ্রিম জমা দিতে হইবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ম্যানেজার আরাফাত এর সহিত যোগাযোগ করুন।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth May 1970 Regd No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

# আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

## লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org